শারদ কুসুম।

(নাট্য-গীতি)

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

"অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি বধ্যতে॥"

উত্তররামচরিতম্।

ভবানীপুর।

২৮ নম্বর জেলিয়াপাড়া রোড, সুবরবন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৮৫।

পবিত্রকীর্ত্তি

রাজশ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মিউজিক্ ডাক্তার, নাইট্ কম্যাণ্ডার অব
দি অর্ডার অব লিওপোল্ড, বঙ্গ-
সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধিষ্ঠাতা
ও সভাপতি, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য
ইত্যাদি—ইত্যাদি

মহোদয়ের করুণারসসিক্ত করকমলে

তদীয় গুণানুরক্ত

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ অতুল সম্মান ও ভক্তি সহকারে

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়টী নূতন নহে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। সামান্য কথায় যাহাকে "আগমনী" বলে, তাহাই নাটকাকারে সাধারণ-সমীপে উপস্থিত করিতেছি। বাৎসল্যের বর্ণনাই এই ক্ষুদ্র নাটক খানির উদ্দেশ্য। ইহাতে অধুনা-প্রচলিত, বীর, হাস্য ও আদি-রসের প্রাচুর্য্য নাই। বলিতে পারি না, ইহাতে দর্শক মণ্ডলীর মনোহরণ হইবে কি না। নাট্য-গীতির অনুরোধে, অনেকগুলি গান সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থ খানির কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। বন্ধুগণের উৎসাহই এই নাটক খানির জন্মদাতা। ইহার সুখ্যাতি ও অখ্যাতির জন্য তাঁহাদের উৎসাহই দায়ী—আমার পরিশ্রম সহকারী মাত্র।

গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

গিরিরাজ ... ... হিমালয়াধিপতি।

নারদ ... ... ব্রহ্মর্ষি।

শিব ... ... কৈলাসনাথ।

বসন্তক ... ... গিরিরাজের বয়স্য।

পুরোহিত, দ্বারবান, গায়ক ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মেনকা ... ... গিরিরাজপত্নী।

উমা ... ... শিবপত্নী।

জয়া
বিজয়া } ... ... উমার সখীদ্বয়।

সৈরিন্ধ্রী ... ... বসন্তকের স্ত্রী।

কমলা ... ... রাজবাটীর বৃদ্ধা পরিচারিকা।

প্রতিবাসিনীগণ ইত্যাদি।

শারদ কুসুম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ অন্তঃপুর। মেনকার শয়নাগার।
সুপ্তোত্থিতা মেনকা শয্যোপরি আসীনা।

রাগিনী পূরবী, তাল কাওয়ালি।

প্রাণ যে কেমন্ করে না হেরে সে উমাধনে।
ব্যাকুল হইল চিত দেখে স্বপনে।
বিষম ঘটিল দায়,　　কেমনে ভুলিব তায়,
কবে যে ডাকিবে হায়্। "মা" বলে যতনে।
কোমল শরীর যার্,　　সহেনি কুসুম ভার্,
কি দশা ঘটেছে তার্, জাগে সদা মনে॥

মে। (স্বগত) আজ কদিন থেকে মন যে কি অস্থির হয়েছে তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন্— চোক্ বুজ্‌লেই যেন বাছা আমার মাথার শিওরে এসে দাঁড়ান, আর কত দুঃখ করেন্। প্রায় এক বৎসর হল বাছার মুখ্‌খানি দেখ্‌তে পাইনি—তা এতেও যে আমি এত দিন বেঁচে আছি এই

আশ্চর্য্য! আহা! মেয়েত নয় যেন স্বর্ণলতা—উমার আমার যেমন রূপ তেমনি প্রকৃতি। কাল্ দশমীর কথা মনে হলে আজও বুক ফেটে যায়; হায়! তখন্ কি আমার জ্ঞান ছিল? পাগলিনীর মত হয়ে মা'র চিবুক ধরে যখন বল্লেম্ "কবে আবার ও চাঁদমুখ্খানি দেখ্তে পাব মা?" বাছা আমার কতই মধুরভাষে—কতই সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিলেন্ আর বল্লেন্ "আস্ব বই কি মা; জগতে মা'র চেয়ে যত্ন কর্বার ধন আর কি আছে মা?" আহা! বাছার মধুমাখা কথাগুলি এখনও হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) স্বপ্ন দেখে অবধি রাত্রি দিনই যেন বোধ হয় সেই সুমিষ্ট কথা শুন্তে পাই, সেই সরল অধোদৃষ্টি, সেই প্রফুল্ল মুখপদ্ম যেন সদাসর্ব্বক্ষণই সম্মুখে দেখ্তে পাই। (ব্যগ্রভাবে) তা মনই বা এত চঞ্চল হল কেন? উমা আমার ভাল আছেন্ ত? আজ্ তিন্ দিন্ থেকে মহারাজকে এত অনুনয় কল্লেম্, তা এখনও গেলেন্ না। আজ্ যেমন্ করে পারি উমাকে আন্তে পাঠাবই পাঠাব; আজ্ আর কিছুতেই প্রবোধ দিয়ে রাখ্তে পার্ব্বেন না।

কমলার প্রবেশ।

ক। (স্বগত) একি! আজ্ রাণীকে এত বিষণ্ণা দেখ্ছি কেন? কোন অসুখ হয়নি ত? তা নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিই না কেন? (প্রকাশে) মা আজ্ আপনার এত মলিন ভাব কেন? বেলাটা অধিক হয়েছে এখনও স্নানাহার করেন্নি ওদিকে রাজসভা ভেঙ্গে গেছে; চলুন্ আর বিলম্ব কর্ব্বেন্ না।

মে। কমলে! এখন্ আমার স্নানাহার কিছুই কর্ত্তে ইচ্ছা নাই।

ক। কেন মা?

মে। কাল্ নিশাশেষে আমার উমাকে স্বপ্ন দেখে অবধি প্রাণের ভেতর যে কি কর্চ্চে তা আর্ বলে কি জানাব? কমলে! সন্তানকে দেখ্তে ইচ্ছা হলে, আর দেখ্বার উপায় না থাক্লে মার প্রাণ যে কি করে, তা আমার ন্যায় হত ভাগিনী যে, সেই বুঝ্তে পারে। এত যে সম্পদ এত যে ঐশ্বর্য্য, উমার বিরহে আমার কিছুই ভাল লাগে না; কিছুতেই স্পৃহা হয় না; (কমলার হস্তধারণ পূর্ব্বক) কমলে! তুই যদি কোন উপায় বলে দিস্।

ক। মা! অত কাতর হবেন না; মহরাজকে ভাল করে বলুন্; অবশ্য এর উপায় কর্ব্বেন্।

মে। মহারাজকে বল্‌তে কি বাকি রেখেছি? কেবলই বলেন "ব্যস্ত হও কেন, কাল্ যাব" তার পর তিন দিন অতীত হল, সে কাল্ আর এল না। আমার মাথার দিব্বি কমলে! সত্য করে বল্, উমার আমার কোন অমঙ্গল ঘটেনি ত? (ক্রন্দন) নইলে প্রাণের ভিতরই বা কেন এত হু হু করে।

ক। ওমা ওকি কথা মা? বালাই উমার অমঙ্গল ঘট্‌বে কেন? আমি এই কতক্ষণ শুনে এলেম্, মহারাজ সভায় বসে উমাকে আন্‌তে যাবার কথা বল্‌ছিলেন, আর বসন্তককে সঙ্গে না নিয়ে যাবেন্ না বলে কত রহস্য কচ্ছিলেন; তার পর রাজকার্য্য শেষ করে স্নান কত্তে উঠে গেলে তবে আমি আপনার কাছে এসেছি; আপনি কিছু চিন্তা কর্ব্বেন্ না; মহারাজ এর উপায় কর্ব্বেনই কর্ব্বেন্।

মে। কমলে! তুই যে কথা আমাকে বল্‌লি, তা তোকে আর কি আশীর্ব্বাদ কর্ব্বো এ জন্মে যা হবার হয়েছে, আর জন্মে তোকে যেন পেটের সন্তান ছাড়া এক দণ্ডও না থাক্‌তে হয়,

আর ধর্ম্মে তোর যেন যাবজ্জীবন অচলা ভক্তি থাকে। আমি নিশ্চয় বলছি, যদি মহারাজ তিন দিনের মধ্যে আমার উমাকে না এনে দেন, তা হলে আমার প্রাণবায়ু রোধ হবেই হবে।

ক। আর ব্যাকুল হবেন না; এর সদুপায় মহাবাজ কালই কর্ব্বেন; এখন উঠুন, অনেক বেলা হয়েছে (নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও কলরব) ঐ শুনুন যোগমায়া দেবীর পূজা আরম্ভ হয়েছে, দেখতে দেখতে অতিথিশালা একবারে লোকে পুরে উঠল আর বিলম্ব কর্ব্বেন না।

বাগিনী গৌবী—তাল যৎ।

আব ভেবনা ভেবনা ওগো গিবিবানি!
অচিবে পাইবে উমামণি (তুমি)।
ঘুচিবে তব বিবহ কুদিন, কেন মন কব উচাটন,
কুশলে আছেন উমাধন (ওগো), অচল ভুধবপতি শক্তিহীন (ওগো), যাবেন ত্ববা আনিতে ভবানী।
সন্তান জ্বালা দুঃসহ বেদনা, সন্তান বাসনা বিড়ম্বনা,
গগণে অধিক বেলা হল (ওগো), পুবিল দেবী মন্দিব
কোলাহল (ওগো), কেঁদনা উঠ গিবিজা জননী॥

মে। (গাত্রোত্থান করিয়া) হ্যাঁ চল, আমিও স্নান করে দেবীকে পূজা করিগে।

[উভযেব প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগমায়া দেবীর মন্দির।

মধ্যস্থলে অসিহস্তে পাষাণীমূর্ত্তি। সম্মুখে পূজা-ব্যাপৃত রাজপুরোহিত। দক্ষিণপার্শ্বে ব্যজনকারিণী কমলা। বামপার্শ্বে ধ্যাননিমগ্না গিরিরাণী।

(গিরিরাজের প্রবেশ)

গি। (স্বগত) বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছে, সূর্য্যদেব প্রখর কিরণজালে ধরাতল যেন দগ্ধ কচ্চেন; কিন্তু এত যে দুঃসহ উত্তাপ দেবীর মন্দির মধ্যে একবার প্রবেশ কল্লে শরীর যেমন শীতল হয়, মনও ততোধিক স্নিগ্ধ হয়।

(মন্দিবদ্বারে প্রবেশ ও প্রণাম)

(পার্শ্বদৃষ্টি ও চমকিত ভাবে) রাণীর যে আজ এখনও পূজা সমাপন হয় নাই, এর কারণ কি? ঐ যে কি বল্‌ছেন্‌ না?

মে। (গললগ্নকৃতবাসা করযোড়ে) হে দেবি! মা তুমি সর্ব্বদুঃখনাশিনী; তোমার দ্বার বৈ আমার মত হতভাগিনীর জুড়াবার স্থান কি আছে মা? তুমিত মনের কথা সকলই জান মা; তবে জেনেও এত দুঃখ কেন দিচ্চ মা? ভুলে যদি কোন অপরাধ করে থাকি, ক্ষমাগুণে তা মার্জ্জনা

করো ; মা সর্ব্বমঙ্গলে ! মহারাজকে সুমতি দেও ; উমাকে আমার কোলে শীঘ্র এনে দেও মা ; আমি তোমায় বুকচিরে রক্ত দিব (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত)

গি। (স্বগত) রাণী দেখ্‌ছি উমা উমা করে উন্মাদ-গ্রস্তা হলেন ; এযে প্রকৃত প্রলাপের লক্ষণ ;—

মে। হায় ! একে ত মৈনাকের শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, তায় আবার উমার বিরহ ; আমি নিতান্ত পাষাণী তাই পোড়া প্রাণ আজ্‌ও—

গি। (মন্দির মধ্যে প্রবেশ) প্রিয়ে ! শান্ত হও, শান্ত হও, অত উতলা হচ্চ কেন ?

মে। (রাজার দিকে সকরুণ দৃষ্টি) উতলা হচ্চি কেন মহারাজ ? এ কথা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চ ? বুক্‌চিরে যদি দেখাবার হত, তা হলে প্রাণের ভিতর যে কি কচ্চে দেখাতুম্—ভেবে দেখ দেখি মহারাজ ! যে উমাকে কখন চক্ষের আড় কত্তে ইচ্ছা হয় না, যে উমাকে কোলে নিলে সংসারের সকল জ্বালার শান্তি হয়, তুমি অনায়াসে সেই স্নেহের পুত্তলী প্রাণ-প্রতিমাকে এত কাল ভুলে আছ, এ মনে হলে আর কি প্রাণে কিছু থাকে মহারাজ !

রাগিনী পুরবী, তাল একতালা।

ভুলেছ উমারে না জানি কেমনে।
কত ব্যথা, হৃদে গাঁথা, সে ধন বিনে।
সে রতন বিসর্জ্জন, কেমনে দিলে পাষাণ!
কাঁদি নিশি দিন, সদা ভাবি মনে।
হা রে বিধি! একি বিধি, ছাড়িয়ে সে প্রাণ নিধি,
বল নিরবধি, বাঁচি কি জীবনে।
তুমিত অচল গিরি, তথাপি চরণে ধরি,
আন ত্বরা করি, প্রাণগৌরী ধনে॥

তোমার হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন; তা না হলে বল দেখি মহারাজ! কোন্ প্রাণে সেই সোণার উমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে? (রাণীর কম্প) উঃ! আর ভাব্‌তে পারিনে; মাথা ঘুচ্চে—চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখছি —আমি—কি—(মূর্চ্ছা)

ক। (দ্রুতপদে রাণীর নিকটে আসিয়া) দেখ্‌ছেন্ কি মহারাজ? রাণী যে একবারে অবশ হয়ে পড়েছেন; (রোদন) হায়! বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল, পুরুতঠাকুর জল দিন্; জল দিন্, আমি বাতাস কচ্চি।

(গিরিরাজ কর্ত্তৃক রাণীর মস্তক নিজ অঙ্কে স্থাপন

পুরোহিত কর্ত্তৃক তাম্রকুণ্ড হইতে মুহুর্মুহুঃ জল-সেচন ও কমলা কর্ত্তৃক ব্যজন)

মে। (চক্ষুরুন্মীলন করিয়া) হায়! কেনই বা চেতনা হ'ল? (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ! আর সয় না রে সয় না—

গি। প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও; আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, তোমার উমাকে আমি কাল প্রত্যূষেই আনিতে যাব।

মে। না মহারাজ! আর প্রবোধ বাক্যে আমাকে ভুলিও না; তোমায় মিনতি কচ্চি মহারাজ! তিন্ দিনের মধ্যে আমার উমাকে এনে দিতেই হবে; এইটী দেবীর সাক্ষাতে অঙ্গীকার কত্তে হবে।

গি। (স্বগত) স্ত্রীলোক সহজেই অল্পবুদ্ধি, তাহাতে আবার রাণী বৃদ্ধ বয়সে উমার বিরহে অত্যন্ত কাতরা হয়ে পড়েছেন; আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। (প্রকাশে) আমি যখন প্রতিজ্ঞা করিছি, তখন উমাকে এনে দিবই দিব।

রাগিণী জঙ্গলা, তাল কাওয়ালি।

কেন কাতরা মহিষী আর অকারণ?
আমি যাইব আনিতে ত্বরা উমাধন।
প্রতিজ্ঞা করিছি যখন দেবীসদনে—

যাইব কৈলাসে আনিব সে রতনে—
আর্ কেঁদনা কেঁদনা ত্যজ ধরাসন।
কি করি অচল আমি চলি কেমনে—
তথাপি যাইব ধর ধৈরয মনে
হবে তনয়া-বিরহ-জ্বালা বিমোচন।

মে। দেখ মহারাজ! দেবীর সম্মুখে সত্যবদ্ধ হলে—

গি। প্রিয়ে! আর কেন বল্‌ছ, ইহার অন্যথা কিছু-তেই হবে না। এখন যাও, কমলে, রাণীকে শীঘ্র অন্তঃপুরে লয়ে যাও।

ক। হ্যাঁ মা; চলুন।

[একদিক্ দিয়া গিরিরাজ ও পুরোহিতের প্রস্থান। অপর দিক্ দিয়া কমলাকে ধরিয়া রাণীর প্রস্থান।

—০ঃ০ঃ০—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপুরী।

লতাকুঞ্জের সম্মুখে সম্মার্জ্জিত শিলাতলে
উমা ও জয়া উপবিষ্ট।

উ। (বিল্বপত্র বাছিতে বাছিতে জয়ার দিকে চাহিয়া)

কি কল্লে জয়া ? সব সিদ্ধিগুলি মিশিয়ে ফেল্লে ? বিজয়া যে অর্দ্ধেকগুলি বেছে গিয়েছিল।

জ। ঐ যা ! কি হবে ?

উ। (ঈষৎ হাসিয়া) হবে আর কি বাছা ? আবার সবগুলি এক্ একটী করে বেছে রাখ ; তা না হলে যে তোমার পিতা—

জ। ও কথা বলেবেন্ না মা ! পিতা আমার আশুতোষ, তাঁকে যা দেও তাতেই তিনি তুষ্ট ; তিনি সকলের কর্ত্তা, কিন্তু সকল বিষয়েই উদাসীন ; আবার কখন কখন স্নেহের সাগর, কি মায়ার সিন্ধু বলে ভ্রম জন্মায়। সে দিন আপনার হরিণ শিশু দুটীকে নিয়ে কতই স্নেহ ভাবে আদর কল্লেন, আবার এই কতক্ষণ আমি তাদের হাতে করে খাওয়াচ্ছিলাম—দেখে তিনিও খাওয়াতে লাগ্‌লেন।

উ। (পুলকিতভাবে) প্রভুর ওরূপ মধুর প্রেমভাব না থাকলে এ হেন কৈলাস পর্ব্বত কি সুখের আস্পদ হত ? (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) না ঐ ভীষণ শ্মশান ভূমি প্রীতির আকর হত ? (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ ও মৃদুহাস্য) গিরিবাসিনীরা আমাকে

ভিখারিণী বলে; কিন্তু যথার্থ বলছি জয়া! পতির প্রেম থাকিলে—দিনান্তে একবার মাত্রও যদি প্রিয়সম্ভাষণের পাত্রী হই—একবার মাত্রও যদি স্বামীর অনুরাগ দৃষ্টির ভাজন হতে পারি—তা হলে আমি পৃথিবীর সম্পদকে তৃণ বা ভস্ম অপেক্ষাও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট, তাল কাওয়ালি।

ভিখাবিণী সবে বলে, তাহে ব্যথা নাহি মনে।
কত যে আনন্দ প্রাণে পতিপ্রেমসম্ভাষণে।
সতত বাসনা চিতে সোহাগ পতিব্—
তা হতে কি আশা বল আছে কামিনীব্?
বঞ্চিত হলে সে ধনে কি সুখ ছাব জীবনে।
পবিত্র হৃদযে যদি স্বামী সেবে নাবী—
বিমল শোভায্ শোভে আনন তাহাবি—
অতুল তাহাবি কাছে ধন সম্পদ ভুবনে॥

আমার মৃগশাবক্ দুটীকে নিযে যে তিনি আদর করেন—আমার প্রিয় বস্তু যে তাঁহারও প্রিয়, এ ভাবলে আমার প্রাণে যে কি আহ্লাদ হয় তা আর বল্‌তে পারি নে! (ব্যস্তভাবে) জয়া! আমি যে কচিপাতা গুলি রেখে এসেছিলাম, সে গুলি শাবক দুটীকে খাইয়েছ ত?

জ। তাই ত খাওয়াচ্ছিলাম—অর্দ্ধেকগুলি খেয়েছে আর এমন্ সময় তাদের মাকে একটু দূরে দেখতে পেয়ে অমনি একছুটে দুটীতেই দৌড়ে গিয়ে স্তনপান কত্তে আরম্ভ কল্লে—আর পাতা খেলে না; হাতের—পাতা আমার হাতেই রহিল। কিন্তু মা! ছানা দুটী যখন নেচে নেচে দুধ খাচ্ছিল, আর হরিণী মুখটী হেঁট করে তাদের গায়ের উপর রাখছিল, তখন এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল, (উমা বিমনাঃ ও দীর্ঘনিশ্বাস) ইচ্ছে হ'ল, আপনাকে ডেকে এনে দেখাই, তা আপনি তখন বিল্বপত্র ধুচ্ছিলেন, আর ডাকলাম না।

উ। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) আজ কি তিথি জয়া ?

জ। কেন মা? বিমর্ষ হলেন কেন? আর তিথির কথাই বা অকস্মাৎ কেন মনে উদয় হল ?

উ। না বাছা! বিমর্ষ হবার বিশেষ কোন কারণ নাই; তবে হরিণ শিশুদের স্তন পানের কথা আর হরিণীর অপত্যস্নেহের কথা তোমার মুখে শুনে হঠাৎ মাকে মনে পড়ে গেলে; তাই ভাবছি, যে শরৎকাল ত উপস্থিত হয়েছে, তবে পিতা

কেন আজও এলেন না ? তাই বাছা ! তোমায় ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেম, আজ কি তিথি।

জ। আজ চতুর্দ্দশী।

উ। কি বল্লে জয়া ? আজ চতুর্দ্দশী ? তবে ত মহালয়া অমাবস্যা আগত ; তবে ত অধিবাস ষষ্ঠী নিকট; তবে কেন পিতা আজও নিতে এলেন না ? হায় ! তবে কি অভাগিনীকে তিনি ভুলে গেছেন ? তা পিতাই যেন অচল, মা কেমন করে নিশ্চিন্ত হযে আছেন ?

রাগিণী খাম্বাজ —তাল কাওযালি।

জযা বুঝি দুঃখিনীর জনম সাধ ফুরাল (আজ)
কেন এলেন না পিতা কৈলাসে কি করি বল।
অভাগী উমারে তিনি, ভুলে গেছেন না জানি,
বাজে শেল সম প্রাণে মম কি হল(তাই)।
জনক পাষাণ জেন, জননী নিদযা হেন,
আমার জীবন ধারণ আর বিফল (ওগো)॥

(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) না জয়া ! তোমার গণনায় ভুল হয়ে থাকবে—ভাল করে খড়ি পেতে দেখ।

জ। (ভূমিতে অঙ্ক পাতিয়া গণন) না মা। গণনায় ভুল হয় নাই, আজ চতুর্দ্দশী তিথি। আপনি

উতলা হচ্চেন কেন? দিদিমা কি স্থির হয়ে থাকতে পারবেন?—অবশ্যই ঠাকুরদাদাকে পাঠাবেন।

উ। তা কি আমি জানি না জয়া? মাকে দেখবার জন্য সন্তানের মন যতদূর অস্থির হয়, সন্তানকে দেখ্‌বার জন্য মার প্রাণ তার দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ আকুল হয়। কিন্তু তা জেনেও চিত্ত-ব্যাকুলতা এত প্রবল হয়েছে, যে এক মুহূর্ত্তকে এক প্রহর বলে বোধ হচ্ছে (রোদন) হায়! বৎসরান্তে যে একবার মার চরণ দুখানি দেখব, বিধাতা কি এও আমার ভাগ্যে লেখেন নাই?

জ। মা! শান্ত হন্; অকারণ মনকে এত কষ্ট কেন দিচ্চেন মা? যদি ঠাকুরদাদা নাই আসেন, তা হলে আপনার পূজা আমরা এবার কৈলাসেই করিব -

রাগিণী খাম্বাজ, তাল কাওয়ালী।

অকারণ প্রাণ করোনা আকুল।
আসিবেন তব জনক অচল।
কেঁদনা ভূধরবালা ঘুচিবে দুঃখজ্বালা,
এখন সময় আছে ভাবনা কি বল।
যদি না আসেন গিরি নিতে উমারতন,
থাক মা! কৈলাসে, করি জনম সফল॥

আপনি ত আমাদের মা—মা হয়ে সন্তানের আবদার কেমন করে কাটাবেন ?

উ। সে কি জয়া! আমি কি তোমাদের কথা কাটাতে পারি ? তোমরাই আমার অবলম্বন। তবে কি জান বাছা! তোমাদের মারও মা আছেন, সেই মার দুঃখের কথা মনে হলে বুক ফেটে যায়। হায়! একে দাদার দারুণ শোক, তায় বৃদ্ধাবস্থা; তাতে আবার আমাকে না দেখতে পেয়ে না জানি মা আমার কতই অস্থির হয়েছেন! আরও বাছা! বাল্যস্মৃতির বস্তু গুলি যখন ভাবি, তখন চক্ষে জল আসে (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) তা যাই হোক—দেখি পিতা যদি একান্তই না আসেন—

(নেপথ্যে বিকট শব্দকোলাহল)

জ। বৃথা ভাবনা কেন করেন মা ? ঐ শুনুন; আপনার ভূতেরা হয় ত ক্ষুধার জ্বালায় এতক্ষণ সব খেয়ে ফেল্লে—এখন চলুন, তাদের খাবার দেবেন উঠুন।

উ। হ্যাঁ বাছা! চল যাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পর্ব্বতশিখরে)

গি। (স্বগত) উঃ! পর্ব্বতারোহণ কি আমার কাজ ?

শরীর যেন অবশ হয়ে পড়েছে ; চতুর্দ্দিক একবারে অন্ধকার দেখছি (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি) কৈ বসন্তকের এখনও দেখা নাই ? তার কোন বিপদ্ ঘটে নাই ত ? তাকে একাকী যেতে দেওয়াই অন্যায় হযেছে ; যাক্, সে ভাবনা আর বৃথা ; পথশ্রমে আর দারুণ পিপাসায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, এই প্রস্তবখণ্ডের উপর বসিয়া কিয়ৎকাল আরাম করি, [উপবেশন ও চিন্তা] আহা ! কি রমণীয় স্থান ! মৃদু মন্দ বায়ু হিল্লোলে শরীর শীতল হয়ে গেল, সূর্য্যরশ্মিও ক্রমে নিস্তেজ হইতেছে ; না—আর অপেক্ষা করা উচিত নহে (পশ্চাদ্দিক হইতে বসন্তকের বক্র-গতিতে প্রবেশ ও সম্মুখে বস্ত্রাবৃত ফলস্থাপন) ।

ব। (বিরক্তভাবে) এই নিন্ মহারাজ ! আপনার ফল নিন্ ; আমি চল্লাম। (অঙ্গভঙ্গী করিয়া নিষ্ক্রমণের উদ্যোগ)

গি। কেন হে বসন্তক, এত ঔদাস্য কেন ? তোমার বিলম্ব দেখে আমার ভাবনা হয়েছিল। যা হোক স্থির হও, বস—

ব। আজ্ঞে বসবার আর ক্ষমতা নাই ; (পর্ব্বতা-

রোহণে আর ফল আহরণে কাঁকাল একেবারে ভেঙ্গে গেছে)। উঃ! উঃ!! উঃ!!! (উপবেশন) আমি ত তখনই বলেছিলাম— মহারাজ! আমাকে সঙ্গে নেবেন না; তা আপনি কিছুতেই শুন্‌লেন না, অগত্যা আসতে হল; কিন্তু এত কষ্ট জান্‌লে আমি কখনই আসতাম না। সকলই বিধাতার নির্ব্বন্ধ; তা না হলে তেমন্‌ রাজভোগ ছেড়ে—হায়! হায়! [দীর্ঘনিশ্বাস ও চিন্তা]

গি। কি হে বসন্তক, একেবারে নিস্তব্ধ হলে যে? কিসের এত গভীর চিন্তা?

ব। (নীরব)

গি। আমার কথার উত্তর দিলে না যে?

ব। আজ্ঞে—উত্তর দিতে ভয় হচ্চে, পাছে আপনি অসন্তুষ্ট হন?

গি। (ঈষৎহাস্য) না—না—সে ভয় নাই; প্রকৃত কথা শ্রবণমধুর না হলেও তাহাতে অসন্তুষ্ট হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম, বিশেষ তুমি আমার আশৈশব বন্ধু; তোমার সে ভয় হওয়া অনুচিত।

ব। আজ্ঞে আমি ভাবছি, যে লোকে বৃদ্ধ বয়সে নিতা-

ন্তই স্ত্রীর বশীভূত হয়ে পড়ে; দেখুন দেখি মহারাজ! এ কষ্ট কি আপনার সহ্য হয়? আর কেনই বা এত ক্লেশ স্বীকার করেন? দাস, দাসী, লোক, জন আপনার কিছুরই অভাব নাই। যে কার্য্য একজন পরিচারকের দ্বারা অনায়াসেই সম্পন্ন হয়, তার জন্য শারীরিক কষ্ট কেন সহ্য করেন? তবেই না হল, কেবল স্ত্রীর অনুরোধ! (চিন্তা) তা মহারাজ! আপনাকেই বা বলি কেন? আমারও ঐ দশা। ব্রাহ্মণীকে বল্লাম যে মহারাজ ত আমাকে কৈলাসে নিয়ে যাবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হয়েছেন; এবার আর অব্যাহতি নাই। তাতে উত্তর কল্লেন "বেশ ত যাওনা, রাণীর মুখে শুনেছি, যে কৈলাসে যাবার রাস্তায় একটি কি পর্ব্বতে নাকি ভাল ভাল লাল নীল পাথর পাওয়া যায়, সেই পাথর আমাকে এনে দিতেই হবে।"

গি। তার পর?

ব। আমি ত শুনেই অবাক্; বল্লাম, পাথর আন্‌তে গিয়ে কি মরে যাব? সেখানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তু সকল বাস করে, আমি কি

তাদের হাতে প্রাণটী বিসর্জ্জন দিব? বলতেই মহারাজ! একেবারে দেখি, নয়নযুগল ছল ছল করে এল; বল্লেন, ঐ কেমন্ তোমার কথা! কৈ মহারাজ ত প্রতি বৎসরেই যান, তাঁর ত কখন কোন বিঘ্ন ঘটেনি। আজ আমি আদর করে পাথর আন্তে বল্লেম বলে তুমি আমাকে না বল্লে কি? বলেই কাঁদিতে আরম্ভ করে দিলেন; শিলা-বৃষ্টির মত বড় বড় ধারে দুচার ফোঁটা পড়তেই বল্লেম, তিন দিনের মধ্যে তোমার পাথর এনে দিয়ে তবে জলগ্রহণ কর্‌ব; আর দেখতে পাল্লাম না; তদ্দণ্ডেই উত্তরীয় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

গি। (মৃদুহাস্য) তবে বসন্তক! আমাকে যে এত ক্ষণ স্ত্রীর বশীভূত বলে তিরষ্কার কচ্ছিলে? আমি যদি স্ত্রীর বশীভূত হই, তা হলে তুমি স্ত্রীর পদানত। আমার এত কষ্ট স্বীকার করার দুটি কারণ আছে; প্রথম, অপত্যস্নেহ অর্থাৎ উমাদর্শন-অভিলাষ; দ্বিতীয়, স্ত্রীর অনুরোধ। প্রথম কারণটি মনের গূঢ়তম ইচ্ছা; অতএব প্রবল। দ্বিতীয়টি উত্তেজক মাত্র।

ব। আজ্ঞে—আমারও আস্‌বার দুটী কারণ আছে; প্রথম, আপনার প্রতি কোন বিঘ্নঘটনের আশঙ্কা; দ্বিতীয় প্রেয়সীর ইচ্ছা সম্পাদন।—(স্বগত) প্রথমটি কিছুই নয়। (মুখভঙ্গীর সহিত) দ্বিতীয়টীই প্রবল। (প্রকাশে) যথার্থ কথা বল্‌তে কি মহারাজ! স্ত্রীই বার্দ্ধক্যের সম্বল, গৃহতরুর প্রধান শাখা; স্ত্রীসম্বন্ধে—যতই লোকের বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই যৌবনের স্নেহ ক্রমে ভয় ও ভক্তিতে পরিণত হয়।

রাগিণী বেহাগ। তাল কাওয়ালি।

সার নিধি ভুবনে রমণীরতন।
ছার্ জীবন বিনে সে ধন।
হইলে মলিন, কে সম্ভাষে করে যতন?
কেবা তোষে আদরে সে তাপিত প্রাণ?
নারী সব সুখ নিদান।
সরম-মাখান, হেরিলে সরল নয়ন,
নাহি আর সম্পদে থাকে আকিঞ্চন,
জগজন-শিরোভূষণ॥

গি। তাই ত বসন্তক! একেবারে ভাবের উদয় হোল যে? আচ্ছা কিসে ভক্তি, আর কিসেই বা ভয়, প্রমাণ কর দেখি?

ব। প্রকৃত কথা বলছি মহারাজ ! ব্রাহ্মণী যখন গম্ভীর ভাবে এসে দাঁড়ান, তখন অরুন্ধতী ঠাকুরুণ বা যশোদা রাণী বলে ভ্রম হয় ; তখন মনে এতই প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়, যে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে ইচ্ছা হয়।

গি। (উচ্চহাস্য) ভাল ভয়ের উদয় কখন ?

ব। (মস্তক চুল্‌কাইতে ২) আজ্ঞে সেটি যে কয় ঘণ্টা নিদ্রা যাই, তা ব্যতীত সমস্ত দিবারাত্রিই আছে। বিশেষ যখন প্রেয়সী করকমল বিস্তার করে নখসঞ্চালনের দ্বারা—তিনি যা বুঝেন, তিনি যা বলেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব যুক্তিসিদ্ধ—এইটি উচ্চৈঃস্বরে হৃদয়ঙ্গম করাতে চেষ্টা করেন, তখন যে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরেন, বোধহয়, সাক্ষাৎ করালবদনা কালী ; তখন মনে মনে ভাবি যে প্রণয়িণীর এ মূর্ত্তি না হয়ে যদি ছিন্নমস্তামূর্ত্তি হত, তা হলে নখসঞ্চালন ও মধুক্ষরণের দায়ে নিশ্চিন্ত থাকিতাম। (চিন্তা) যাই হোক্ মহারাজ ! আমি যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হয়েছি, আর আমি আপনার কৈলাসে যেতে পারব না। আমাকে বিদায় দিন। (জৃম্ভণ)

গি। সে কি হে? কৈলাসপর্ব্বত ত এস্থান হতে স্পষ্টই নয়নগোচর হচ্চে। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) ঐ দেখ! সম্মুখে যে উপত্যকা দেখিতেছ, উহার অনতিদূরেই কৈলাস। (বসন্তকের নিদ্রাবেশ) আর দুই দণ্ড কালের মধ্যেই উপস্থিত হব; রাজ্ঞীর নিকটে দেবীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি; আজ পঞ্চমী তিথি, সায়ংকালও উপস্থিত; আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। (বসন্তকের দিকে দৃষ্টি) বসন্তক ত নিদ্রায় অভিভূত হল; এতদূর আসিয়া প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশের কারণ কি? বসন্তক যেরূপ ভীরু, তাহাতে এ বিজন বনে যে ইচ্ছা পূর্ব্বক একাকী ফল আহরণ করিতে গেল, ইহার কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। বোধ হয় স্বার্থসাধনই মূল উদ্দেশ্য। (উত্তরীয় বস্ত্রের গ্রন্থি খুলিয়া প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টে) হাঁ! গৃহিণীর প্রার্থনীয় বস্তু সংগ্রহ হয়েছে; আর কৈলাসগমনে ফল কি? আর মহারাজের বিঘ্ন আশঙ্কাই বা কোথায়? যা হোক্, এক্ষণে উহাকে এ গুলি দেওয়া হবে না (নিজ বস্ত্রে লুক্কায়ন)। কৈলাসে সঙ্গে লয়ে যেতেই

হবে। বসন্তকের এ শ্রান্তি নিদ্রা কিয়ৎক্ষণ স্থায়ী হইবে; আমি এই অবসরে নির্ঝরিণী হইতে জলপান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করি।

[প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নির্ঝরিণীর সম্মুখস্থ বন।

(গিরিরাজের প্রবেশ)

গি। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) কি কমনীয় শোভা! এমন মনোহর স্থানত কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আহা! কৈলাসপর্ব্বত যে স্বর্গ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে পথক্লান্তিতে কিয়ৎ-কাল পূর্ব্বে একবারে অভিভূত হয়ে ছিলাম, তাহার আর লেশমাত্রও বোধ হচ্চে না।

রাগিণী জঙ্গলা মল্লার। তাল কাওযালি।

কি হেরি অতুল কানন শোভা নয়নে।
আহা মরি দেখ চারি দিকে,
হাসিছে প্রকৃতি সতী, মনলোভা নিশানাথ-কিরণে।
কৈলাস স্বর্গ তাই বলে, সকলে,
বিমল শ্যামল আভা আর্ কোথা মেলে,
প্রাণে অপার শান্তির ভাব এ দেখিলে,
ফিরিতে পাপ সংসারে সাধ না মনে॥

[বসন্তকের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি]

এ সুশীতল সমীরণ, নির্ঝরিণীর ঝর্ ঝর্ শব্দ, হিংস্র জন্তুদের পরস্পর এরূপ সখ্যভাব, একাধারে এ অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শ্যামল দৃশ্য, দেখিয়া মনে এক অননুভূত প্রগাঢ় শান্তি রসের উদয় হয়। মায়াময় সংসারে আর প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা হয় না। এ পবিত্র স্থান ছেড়ে—

ব। (প্রকাশে) মহারাজ! আপনার পবিত্র স্থানে আপনিই অবস্থিতি করুন; আমাকে অনুমতি দিন্, আমি গৃহে ফিরে যাই।

গি। (সহাস্যে) কেন হে? পবিত্র স্থান নয় কিসে? দেখ দেখি, যে স্থানের বনের বন্যজন্তু অবধি হিংসা, দ্বেষ জানে না, তাহা অপেক্ষা প্রেমপূর্ণ সুখকর প্রদেশ আর কোথায় পাবে?

ব। মহারাজ! যে স্থানে চৌর্য্যবৃত্তি এত প্রবল, যে স্থানে পথের সুপ্ত পথিকও নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে পারে না, তাহাকে আর পবিত্র স্থান বলেন কিসে? (সখেদে) হায়! মহারাজ! আমাকে যদি একটী অঙ্গহীন কর্‌ত, তাতে আমার

এত কষ্ট হত না; ব্রাহ্মণীর পাথর না নিয়ে গেলে আমার বাটীতে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য।

গি। ওঃ! এতক্ষণে তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিলাম; গৃহিণী যে লাল, নীল পাথরের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলে, আর সেই গুলিই অপহৃত হয়েছে; তা সে নিমিত্ত চিন্তা কি? তুমি আমার সঙ্গে কৈলাসে চল; সেখানে মরকতাদি কত বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ড আছে; আমি তোমাকে সেই পাথর দিব।

ব। আজ্ঞে—এখানেই এই, এবার কৈলাসে গেলে উত্তরীয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত রেখে আস্‌তে হবে! আর মহারাজ! আমার মরকতে কাজ নাই। হায়! যে কষ্ট করে পাথরগুলি উৎপাটন করে-ছিলাম, তা ভগবানই জানেন্। হাতে আর পদার্থ নাই। (হস্ত প্রদর্শন)

গি। ভাল—সেই পাথরই পাবে, এখন চল।

(নেপথ্যে বীণাধ্বনি)

আহা! কি মধুরধ্বনি! ক্রমেইস্পষ্ট শ্রুতিগোচর হচ্চে না? এই যে মহর্ষি নারদ শিবগুণ গান করিতে করিতে এই দিকেই আস্‌ছেন্।

(নারদের প্রবেশ ও গীত)

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল একতালা।

শিব শিব, মহেশ যোগী, শম্ভু গুণ গাও রে,
পাবে নির্ব্বাণ, নিশি দিন ভজিলে, সকল গুণ আধার।
রসনা আর, সেই নাম প্রচার, করিতে কদাচ,
কৃপণ হয়োনা, ভাবনা ভাবনা, কি মহিমা তাঁর্।
রজত গিরি, সমরূপ যাঁহারি, বিপদ কাণ্ডারি,
পতিত পাবন, বিমল আনন, ত্রিভুবন সার্।
দুর্ব্বল বল, মহাকাল প্রবল, পরম উজ্জ্বল,
জগত বন্দন, তারণ কারণ, করুণা অপার্।

গি। ঋষে! প্রণাম করি। (গিরিরাজ ও বসন্তকের প্রণাম) আপনার দর্শনে আজ্ জীবন সার্থক্ হল; এরূপ সাধুসঙ্গে কে না চরিতার্থ হয়? দেবলোকের কুশল ত?

ব। (স্বগত) পাথরের কথাটী ভাল করে জিজ্ঞাসা করাও হল না। (বিরক্তিভাবে) আঃ! এ আবার এক বিভ্রাট্!

না। হাঁ—দেবলোকের সমস্তই মঙ্গল, মহারাজের কুশল ত? কোথায় গমন কচ্চেন?

গি। উমাকে আনিতে কৈলাসে গমন কচ্চি। সময়

অতি অল্প—আগামী কল্য প্রত্যূষেই আনিব সঙ্কল্প করেছি।

না। (স্বগত) দক্ষালয়ে যে ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার মূলই আমি। গিরিপুরেও এবার মনে করিলে একটা কাণ্ড ঘটাইতে পারি।— না— প্রথমটি ঘটাইবার উদ্দেশ্য ছিল,—এটিতে ছুরপ-নেয় কলঙ্ক স্থাপন আর পৃথিবীর অমঙ্গল সাধন ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই। (প্রকাশে) আমিও মার নিকট হইতে এই কতকক্ষণ বিদায় হয়ে আসিতেছি—(বসন্তকের মুখভঙ্গীর সহিত অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ) আপনার বিলম্ব হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলা হয়েছেন; আর সময় নষ্ট করিবেন না (বসন্তকের দিকে দৃষ্টি) বসন্তক কি বলি-তেছে?

গি। ও নির্ব্বোধ; কি মনে উদয় হয়েছে, তাহাই আন্দোলন কচ্চে। (চিন্তা) তবে অনুমতি হয ত এক্ষণে বিদায় হই!

না। আচ্ছা—আমিও এখন যাই। (প্রস্থান)

ব। (ব্যস্তভাবে) ঠাকুর এখন কোথায় যাবেন?

গি। উনি কামচারী—যেখানে মনে করেন্, সেই-

খানেই যেতে পারেন; তাতে তোমার প্রয়োজন কি?

ব। আজ্ঞে না—তাই বলছি যদি হিমালয়ের দিকে যান, তা হলে না হয় ঋষির সঙ্গেই যাই।

গি। না—তা হবে না—তোমাকে কৈলাসে আমার্ সঙ্গে যেতেই হবে।

ব। যে আজ্ঞা মহারাজ! (গিরিরাজের গাত্রে অঙ্গুলি পীড়ন) পাথর গুলি তবে আপনিই রেখেছেন?

গি। আঃ! ভাল বিপদ! হাঁ—আমার নিকটেই আছে; এখন চল—আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করো না।

ব। আজ্ঞে না—চলুন; (স্বগত) থাক্‌লেই হল, থাক্‌লেই হল।

[অঙ্গভঙ্গীর সহিত প্রস্থান।।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

শিখরস্থিত তরুতলে উমা ও বিজয়া আসীন।

বি। (উমার চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে) ভগবতি! স্থির হন্; আপনাকে আর আমরা কি বুঝাব? আপনি ত্রিলোকের প্রসূতি; আপনার কি এত অধীরা হওয়া উচিত?

উ। সে কথা আর আমাকে বল্‌ছ কি বিজয়া? সবই বুঝি, কিন্তু মন আর কিছুতেই প্রবোধ মানে না। যে আশালতা এত দিন কেবল আশ্বাসবারিতে সংবর্দ্ধিত হচ্ছিল, তা দেখ্‌চি, আজ্ সমূলে নির্ম্মূল হল! নারদ বলে গেল, আজ্‌ই পিতা আসবেন্; তা কৈ? এখনও যখন এলেন না, তখন পিত্রালয়ে যাবার আশা দুরাশা মাত্র! (রোদন) হায়! বিধাতা বুঝি হতভাগিনীর প্রতি নিতান্তই বিমুখ হল। পিতামাতাকে আর এ জন্মে দেখ্‌তে পাব না; ইহা ভাব্‌লে, স্তম্ভিত শোক একেবারে উথ্‌লে উঠে; সে বেগ, সম্বরণ করা কি যায়

বিজয়া ? হায় ! শিবানীর গিরিজা নাম কি জগতে একবারে লোপ হবে ?

রাগিণী জঙ্গলা। তাল কাওয়ালি।

বুঝি বিধাতা বিমুখ হ'ল।
গিরিজা নাম আজ্ বুঝি ফুরাল (হায়)।
সহেনা যাতনা আর, হয়েছি কাতর,
কেমনে জ্বালা করি শীতল (হায়)।
দেখিতে পাবনা মা'রে, ভাবিলে অন্তরে,
বিদরে হিয়ে করি কি বল (হায়)॥

(চিন্তা) না—মার আমার নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটেছে, তা না হলে আমার সামান্য অসুখ হলেও, এমন্ কি স্বপ্নাবেশে ভয় পেলেও যিনি চক্ষের জলে ভাস্‌তেন, তিনি যে এত দিন আমাকে ভুলে থাক্‌বেন্—এ কখনই সম্ভব নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি জানি, আর তোমাদেরত কতবার বলেছি, যে সংসারে রমণীর পক্ষে স্বামি-সহবাসই সার সুখ; কিন্তু বিজয়া! তা হলেও যে জননী গর্ভযন্ত্রণাভোগ পর্য্যন্ত, আশৈশব লালন পালন পর্য্যন্ত, যাবজ্জীবন সন্তানের সুখ-চিন্তায় কালক্ষেপ করেন, সন্তানের কচিমুখে

দুটী দাঁত উঠিলেই যাঁর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া বলে বোধ হয়, তাঁকে কি বিস্মৃত হওয়া যায় বিজয়া ? তা তোমরা আমার এ চিত্তচাঞ্চল্য দেখে চমৎকৃত হতে পার বটে ; কেন না পাষাণই আমার সব; হিমালয়ে জন্ম, কৈলাসে বিবাহ, জনক পাষাণ, জননী পাষাণী, নাম পার্ব্বতী ; আবার পতিও পাষাণবাসী ; কিন্তু এক মমতাই আমাকে পরাভব করেছে।

বি। না মা ! তাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? আপনার হৃদয় ত আর পাষাণময় নয় ? তবে আপনিই ত বলেন, যে মর্ম্মভেদী শোকের সময় বাধা দেওয়া উচিত নয়, তাই এতক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলাম।

উ। আরও বিজয়ে ! মার দুঃখে প্রাণ এত আকুল হয় ; তাই কি একটি ভাই আছে, যে নিকটে থেকে সান্ত্বনা করবে। হায় ! সে প্রদীপ অনেক দিন নির্ব্বাণ হয়েছে। (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) যাই হোক্, মাকে একবার "মা" বলে ডাক্‌ব বলে মন এত ব্যগ্র হয়েছে যে পিতা যদি নাই আসেন, তবুও আমি হিমাচলে যাব।

বি। তা হবে না ; আমরা তা কখনই ছেড়ে দিব

না ; আপনার কি দক্ষযজ্ঞের ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্মরণ নাই ?

রাগিণী ঝিঁঝিঁট, তাল আড়াঠেকা।

কৈলাসে থাক মা !
হিমাচলে এবার্ আর্ যেওনা।
গিরিপুরী, হবে দক্ষপুরী, ভাবি তাই মনে সতত,
যেও না হবে শেষে কি বিষম, মাগো ! জেনেও জাননা।
চিরদিন, আছি অনুক্ষণ, দাসী চরণে—মিনতি
শুন মা ! অকারণ ত্রিভুবন এবার্, আর্ কাঁদাইওনা ॥

উ। কেন বাছা ? সে কথা আর একথা, দুটি অসদৃশ।

বি। না মা ! অনাহ্বান তার মূল, অপমান তার শাখা, প্রাণত্যাগ তার বিষময় ফল। এবারেও দেখ্ছি তাই। ঠাকুরদাদা নিতে এলেন্ না ; আপনিই গেলেন্; গিরিরাজ আসেন্ নাই বলে আপনি তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ কর্বেন ; তা হইলেই তিনি পিতার নিন্দা কর্বেন ; তা হলেই (ক্রন্দন) যা ভাবতেও কষ্ট হয়, তাই ঘট্বে।

উ। না বাছা! কেঁদনা ; আপনি কাঁদলে, আর আমাকেও কাঁদালে। তোমরা না থাকলে কৈলাসে অবস্থিতিই আমার দুঃসাধ্য হত। আচ্ছা

স্থির হয়ে শুন ; দক্ষালয়ের ব্যাপার যে হিমালয়ে ঘটবেনা, তার কারণ আছে। সে যজ্ঞক্ষেত্র, এ তা নয় ; তাতে কৈলাস ব্যতীত সমস্ত ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হয়েছিল, এতে তা নয় ; তাতে শিবের অপমান করাই দক্ষরাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ; সুতরাং সতীর প্রাণত্যাগও হয়েছিল;— এতে বিস্মৃতি বা শারীরিক কোন অমঙ্গল ভিন্ন অন্য কোন কারণ দেখ্‌ছি না। এতে সে ঘটনার কোন আশঙ্কা নাই। তিন দিনের জন্য একবার মাকে দেখে আস্‌ব, মনে বড়ই সাধ হয়েছে।

বি। মা! আবার কি ত্রিলোক কাঁদাবেন? হায়! গিরিপুরী কি দক্ষপুবী হবে? আপনাকে মিনতি কর্‌ছি, আপনি এবার কৈলাসেই থাকুন ; আপনার সেবার কিছুতেই ত্রুটি হবে না।

(নেপথ্যে গীত)

উ। আহা! কি মধুর সঙ্গীত,—জয়া গান কর্‌ছে না? তাই ত বলি, এমন কোকিল-স্বর আর কার্? (পারিজাত মালা হস্তে জযার গান করিতে করিতে প্রবেশ)।

রাগিণী পিলু। তাল একতালা।

আহা মরি কিবা শোভা সমুদিত ভুবনে।
শারদ সুখদ কাল হেরি যে নয়নে।

বিমল সরসি জলে শশাঙ্কেরি কিরণে —
নাচিতেছে, দুলিতেছে কুমুদিনী পবনে।
ফুটেছে কুসুম রাশি গিরিকুঞ্জ কাননে —
বিজনে বিকাসে বাস কেবা তোষে যতনে।
এত যে আদরে মালা গাঁথ্‌লাম গোপনে —
পাইলে ভাবুক্ জন বেড়িতাম চরণে।
আগত ভূধরপতি নিতে কন্যা রতনে —
ঘুচিল কালিমা রেখা উমা শশি আননে॥

(উমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বস্ত্রের ভিতর মালা লুক্কায়ন ও উপবেশন।)

উ। আহা! কি মনোহর স্বর; জয়া! যে গানটি গাচ্ছিলে, আর একবার গাও দেখি?

জ। (লজ্জাবনতমুখী)

উ। (জয়ার চিবুক ধরিয়া) অরে আমার লজ্জাবতি! আমাকে আবার লজ্জা?

জ। না ভগবতি! আমি ত এমন কিছু গান করি নাই; তবে শরৎকাল উপস্থিত হয়েছে, তাই মনের ভাব একটু সুর করে প্রকাশ কচ্ছিলাম।

উ। আচ্ছা, তা যেন হল; তবে

"আগত ভূধরপতি নিতে কন্যা রতনে
ঘুচিল কালিমারেখা উমাশশি-আননে।"

এ দুটী কথার অর্থ কি ? (জয়ার হস্তধারণপূর্ব্বক) হ্যাঁ জয়া ! তবে সত্যই কি পিতা এসেছেন ?

জ। হ্যাঁ মা ! গিরিরাজ এসেছেন ; তিনি এই দিকেই আস্‌ছেন্—দেখে আমি আপনাকে সংবাদ দিতে এলাম্ ।

বি। (পুলকিতভাবে) অ্যাঁ—ঠাকুরদাদা এসেছেন্ ?— তবে আমি তাঁকে শীঘ্র ডেকে আনি।

(বিজয়ার প্রস্থান ও গিরিরাজকে সঙ্গে লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

(উমার ও জয়ার প্রণাম)

গি। ভবানি ! ভাল আছ ত মা ?

উ। হ্যাঁ পিতঃ ! ভাল আছি ; (সজলনয়নে) এত দিনের পর কি দুঃখিনী উমাকে মেয়ে বলে মনে পড়েছে ? এক বৎসর কাল ত অনায়াসেই ভুলে ছিলেন্ ? জননী আমার কেমন্ আছেন ? কালও স্বপ্নে দেখেছি, যেন মা আমার বৎসহারা গাভীর মত " হা উমা—হা উমা " কচ্চেন্।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল কাওয়ালি।

এত দিনে দুঃখিনী উমারে পড়েছে মনে।
অভাগীরে অনায়াসে ঠেলেছ চরণে ॥
" ভুলেছ আমায় " এ কথা, মনে হলে কত ব্যথা,
সন্তানের আছে কে কোথা ? পিতা মাতা বিনে !

বল পিতঃ শুনি বল, গিরি পুরের কুশল,
মা আমার আছেন্ ত ভাল, শুনে বাঁচি প্রাণে ॥

(কিঞ্চিৎনিস্তব্ধ) গিরিপুরের সমস্ত কুশল ত? পুরবাসিগণ ভাল আছে ত? যে অশোক তরুটী রোপণ করেছিলাম, সেটি জীবিত আছে ত?

গি। হ্যাঁ মা, হিমাচলের আর মঙ্গল কোথায়? তোমার বিরহে সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই কাতর। মহিষী ত শোকে পাগলিনীর মত হয়েছেন্, রাত্রিদিনই চক্ষের জলে ভাস্চেন্, প্রায় চক্ষু হারা হয়েছেন্। আমি ত অচল গিরি, কোন শক্তিই নাই, কিন্তু কি করি, আর না থাক্তে পেরে অবশেষে অনেক কষ্টে কৈলাসধামে এসেছি। আরও কিছু পূর্ব্বে আস্তে পার্তাম্, কেবল বসন্তকের নিমিত্ত পথি মধ্যে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে।

উ। (আহ্লাদের সহিত) তিনিও এসেছেন না কি?

গি। হ্যাঁ বাছা! তাঁকেও এবারে সঙ্গে করে এনেছি; একে স্বভাবতই শক্তিহীন, তাতে বৃদ্ধ হয়েছি, একাকী আস্তে কষ্ট হয়। (জয়ার দিকে চাহিয়া) জয়া, শীঘ্র কিছু খাদ্যসামগ্রী বসন্তকের

জন্য লয়ে যাও। তিনি শঙ্করের বেদিকার উপর বসে আছেন।

জ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান]।

উ। পিতঃ, আপনিও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছেন; আপনিও বিশ্রাম করুন।

গি। না মা! আমার বিশ্রাম কর্‌বার আর অবকাশ নাই। রাজ্ঞীর নিকটে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি যে তিন দিনের মধ্যে তোমাকে লয়ে যাবই যাব। আজ তৃতীয় দিবস,—পঞ্চমী,—রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই যাত্রা কর্‌তে হবে। তা না হলে সত্য ভঙ্গ হবে। আর বিলম্ব করো না।

উ। গিরিপুরে যাব, মাকে "মা" বলে ডাক্‌ব, এ অপেক্ষা গিরিজার আহ্লাদের বিষয় কি আছে? তবু পিতঃ! আমি পরাধিনী; একেত শঙ্করের সদাই উদাস মন, তাতে আমি নিকট থেকে গেলে, বিশেষ না বলে গেলে, একেবারে অচেতন হবেন্। তবে তিন দিবসের মত বিদায় ভিক্ষা চাহিলে, সম্মত হতেই হবে।

গি। আমি তাঁকে বলেছি, তাঁর কোন আপত্তি নাই।

তথাপি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি অবশ্য কর্‌বে,
যাও মা! আর বিলম্ব করো না।

উ। না;—যাই—(বিজয়ার দিকে চাহিয়া) বিজয়ে!
তুমি নন্দীকে প্রস্তুত হতে বল।

[এক দিক্ দিয়া উমার ও অপর দিক্ দিয়া বিজয়ার প্রস্থান]।

গি। (স্বগত) রাত্রি এক প্রহর অতীত হয়েছে; নৈশগগনে
চন্দ্রমা ক্রমেই দীপ্তিহীন হচ্চেন; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ
হয়েছে; একটী মাত্র অপরিস্ফুট ঝিল্লিরব ব্যতীত
আর কিছুই শুনা যাচ্চে না; সমস্ত বনস্থলীই
যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়েছে।

(নেপথ্যে বিকট উৎসবধ্বনি)

একি? বিজয়া বুঝি ভূত প্রেতগণকে হিমালয়
যাত্রার সংবাদ দিয়েছে। বসন্তক এখনও কি
কচ্চে? যাই দেখি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লতাকুঞ্জের দ্বারে বেদিকার উপর মহাদেব ও বসন্তক আসীন।

শি। তার পর্?

ব। (আহার করিতে করিতে) আজ্ঞে তার পর বল্‌ছি;
আগে এ ব্যাপারটা সমাধা করি। আহা! কৈলাস

ধামে না এলে এরূপ উপাদেয় ভোজন আর্ কোথায় ঘট্ত? প্রভো! জঠরানল একেবারে শীতল হয়ে গেল!

শি। (সহাস্যে) তুমি গিরিরাজের বয়স্য, রাজপুরীতে বাস, সেখানে উপাদেয় সামগ্রীর অভাব কি?

ব। (আহার সমাপ্ত করিয়া) আজ্ঞে না;—অভাব নাই; তবে কি না এরূপ আস্বাদ নয়। সে যা হোক্ প্রভো! আমার ত তখন ঐ বিপদ, আবার সেই সময় নারদ ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি যা বল্লেন্ তা যদিও মহারাজের কর্ণগোচর হল না, আমার নাকি শ্রবণশক্তি আজন্মই প্রবল—যাক্ সে কথায় আর্ কাজ্ নাই।

শি। তা হবে না;—কি বল্লেন্ আমাকে বলিতেই হবে।

ব। আজ্ঞে না,—এমন কিছুই না। তিনি বল্লেন্ "দক্ষালয়ে যে ঘটনা উপস্থিত হয় তাহার মূলই আমি, গিরিপুরেও এবার মনে কর্‌লে একটী কাণ্ড ঘটাইতে পারি"।

শি। (ঈষৎ হাসিয়া) তার পর?

ব। আজ্ঞে—তার পর কি "কলঙ্ক স্থাপন" "অমঙ্গল সাধন" বিড় বিড় করে বল্লেন, আর ভাল শুনতে

পেলাম্ না ; যা হোক্ প্রভো ! আমি ত শুনেই অবাক; ভাব্‌লাম তবে নারদ ঋষিই অনর্থ ঘটনের মূল ।

শি । না বসন্তক ! নারদ মহর্ষি ; —বাহ্যদৃষ্টে তাঁর কার্য্য যাহা অনর্থসূচক বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে; ত্রিলোকের শুভকামনাই নারদের জপ মালা , জগতের হিত সাধনই তাঁর আভ্যন্তরিক ইচ্ছা ; তবে ঘটনা ও অবস্থা বিপর্য্যয়ে বিপরীত অনুমিত হয় । দক্ষালয়ে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহাতে দর্পিতের দর্প চূর্ণই নারদের অভিসন্ধি ছিল, ত্রিভুবনের মঙ্গলসাধনই আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই সতীর অভি-প্রায় ছিল । গিরিপুরে সেরূপ ঘটনার কোন ভয় নাই ।

ব । আজ্ঞে তা না থাক্‌লেই হল ; আমরা ব্রাহ্মণজাতি, উৎসবেই আমাদের আমোদ ; প্রভো ! ভগবতী হিমাচলে তিন দিনের জন্য যাবেন বটে ;—কিন্তু এই তিন দিন গিরিপুরের কথা দূরে থাক্ সমস্ত ধরাতল একেবারে উল্লাসে পরিপূর্ণ হবে । (উদরে হস্ত বুলাইয়া) আর আমাদেরও সেই সঙ্গে

উদর পূরণের উপায় হবে (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) এই যে ভগবতী এইদিকেই আস্‌ছেন—

(উমার প্রবেশ ও প্রণাম)

এস মা ! এস। (শিবের প্রতি) আজ্ঞে তবে এখন বিদায় হই, কিয়ৎকাল শ্রান্তি দূর করিগে।

শি। আচ্ছা, এস।

[বসন্তকের প্রস্থান]

(উমার প্রতি) এস প্রিয়ে! এইখানে উপবেশন কর।

উ। নাথ! আপনার নিকট একটি ভিক্ষা আছে; যদি দেন, তবে বলি।

শি। ত্রিভুবনে এমন ভিক্ষা কি আছে, যা শঙ্করের গৌরীকে অদেয়?

উ। আপনি ত সবই জানেন, নাথ! তবে জেনে শুনে দাসীরে এ ছলনা কেন? গিরিপুরে গিয়ে জননীকে দেখ্‌ব, মনে বড়ই সাধ হয়েছে; পিতাও নিতে এসেছেন, তাই তিন দিনের নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করি।

শি। তিন দিন? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

উ। কেন নাথ! "তিন দিন" বলে যে নিস্তব্ধ হলেন? যে মহাদেবের যোগসংযমনে একাসনে, এক

ভাবে তিন যুগ অতিবাহিত হয়, তাঁর পক্ষে তিন দিন কি অধিক সময় হল ?

শি। তা সত্য বটে; কিন্তু প্রিয়ে! তুমিই আমাকে সংসারী করেছ, তোমার বিরহে তিন দিন কেন, তিন মূহূর্ত্তও আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে। (চিন্তা) আর বৃথা ভাবনায় ফল কি ? এই কতক্ষণ তোমার পিতার সম্মুখে তোমাকে পাঠাতে প্রতিশ্রুত হয়েছি; কিন্তু তখন ভাবি নাই, যে বিদায়প্রার্থনার সময়ই বিরহ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে, যা হোক্ যখন তিন দিনের জন্য হিমাচল বাসে গিরিরাজের অনুরোধ রক্ষা হয়, আর তোমারও ইচ্ছা সম্পাদন করা হয়, তখন তাহাতে আর আমার সম্মতি দিবার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু দেখ প্রিয়ে! চতুর্থ দিবসে কৈলাসে প্রত্যা-বর্ত্তন কর্ত্তেই হবে।

উ। যে আজ্ঞে নাথ! তার অন্যথা কিছুতেই হবে না। তবে এক্ষণে অনুমতি হয় ত বিদায় হই। অদ্য রাত্রিতেই যাত্রা কর্ত্তে হবে।

[প্রস্থান]

শি। (স্বগত) উমা বিরহে কৈলাসধাম এই তিন দিন

শূন্য মরুভূমির ন্যায় বোধ হ'বে। জীবজন্তুরা পর্য্যন্ত নিরুৎসাহ ও স্পন্দহীন হবে।

রাগিণী বেহাগ।—তাল কাওয়ালি।

বিকল হইল প্রাণ প্রাণধন বিনে।
সহিব কেমনে বিরহ বেদনা—
ভবানী যাবেন্ আজি গিরি ভবনে।
কেন অস্থির হইল অবোধ মন, আর্ মানে না প্রবোধ বচন,
জিনিলা পঞ্চবাণে যোগী ঈশান, কাতর নারী বিরহ বাণে।
আজি কৈলাসে সুখরবি অস্ত গেল, মূক বিহঙ্গ মূক কোকিল,
যেন সবে কাঁদিছে বলিছে "চল, যাই গিরিপুরে উমাসনে॥"

(কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) গৌরী বল্লেন, অদ্য রাত্রিতেই যাত্রা কর্ব্বেন্ (আকাশের দিকে চাহিয়া) রাত্রিও অধিক হয়েছে, আর বিলম্ব কেন? যাই নন্দীকে শীঘ্র উদ্যোগ্ কর্‌তে বলি। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিখরের প্রান্তভাগে পথ।

বসন্তকের প্রবেশ।

ব। (স্বগত) হুঁ! রাজচরিত্র বুঝে উঠাই ভার; কখন বলেন, "এ পবিত্র স্থান ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না," আবার কখন বলেন, "এখনই চল।"

(বিরক্ত ভাবে) আ—রে, আমার ত মানুষের শরীর বটে? এই এলাম; আরাম গেল, বিশ্রাম গেল, এখনই আবার বলেন চল। (জয়ার প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি)। যেতে হয় উনি যান্; আমি ত এখন কখনই যাব না। (চিন্তা) না—তাইবা কেমন করে হয়? মহারাজ যেমন যোগমায়া দেবীর নিকট সত্য করে এসেছেন, আমিওত তেমনি আমার মহামায়া দেবীর কাছে সত্য করে এসেছি; তবে জলগ্রহণের প্রতিজ্ঞাটা ভঙ্গ হয়েছে, তা কেই বা তাঁকে এ সম্বাদ দিবে?

জ। কি প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন্, ঠাকুরদাদা?

ব। (ব্যস্তভাবে) সর্ব্বনাশ! তুই কোথায় ছিলি? যা হোক্ আমার জলযোগের কথাটি যেন ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়ে গল্প করিস্ নে—

জ। না, তা বল্‌ব না; তবে আপনি তাঁকে "মহামায়া" বলেছেন, এ কথাটী বলে দিব।

ব। আ—রে, কি বিপদেই পড়্‌লাম।

জ। তবে আমাকে কথাটি ভেঙ্গে বলুন।

ব। কৈলাসে আস্‌বার সময় ব্রাহ্মণী তাঁর জন্য লাল নীল পাথর নিয়ে যেতে বলেছিলেন; আমিও

প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, যে পাথর না নিয়ে গিয়ে আর জল গ্রহণ কর্‌ব না ; তা ভয়ই বা কিসের ? (উত্তরীয় বস্ত্রের দিকে চাহিয়া) পাথর যখন সংগ্রহ করেছি, তখন জলযোগের কথা যদিও শুনেন, তবু গ্রাহ্য কর্‌বেন না।

জ। না, তা গ্রাহ্য কর্ব্বেন কেন ? তবে—"মহারাজ যেমন্ যোগমায়া দেবীর নিকট সত্য করে এসেছেন্ আমিও ত তেমনি আমার মহামায়া দেবীর কাছে সত্য করে এসেছি" এইটী আমাকে গিরিপূরে গিয়েই বল্‌তে হবে।

ব। জয়ি ! সর্ব্বনাশি ! চুপ্ কর্ বল্‌ছি।

জ ! তবে আমাকে পাথর কখানি দিন।

ব। (স্বগত) মহারাজের হাত্ থেকে যদিও পাথর কখানি ফিরে পেলাম, এবার দেখ্‌ছি আর নিস্তার্ নাই। (প্রকাশে) ছি দিদি ! ওকথা কি বল্‌তে আছে ? গৃহিণীর নাম করে ও কখানি রেখেছি—

জ। (মৃদুহাস্য) তা আমিই না হয় গিয়ে তাঁকে দিব ? আর আমি পাথরের বদলে না হয় আর কিছু দিচ্চি। এই নিন্। (বস্ত্রের ভিতর হইতে পারিজাতের মালা বাহির করিয়া সজোরে বসন্তকের

প্রতি ক্ষেপণ ও উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন)।

ব। (সর্প ভ্রমে মালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া পতন) ও বাবা রে! গেলাম্ রে! ও জয়ি রাক্ষসি! তোর মনে কি এই ছিল? (ক্রন্দন) ও বাবা! বিষের কি জ্বালা রে! হায়, বৃদ্ধ বয়সে কি অপঘাতে প্রাণটা গেল? আহা! ব্রাহ্মণি! এমন সময় কোথায় রহিলে?—তোমার সাধের বসন্তক বিষের জ্বালায় জ্বলে মরে! হায়! তোমার সাধের পাথর আঁচলেই —

(গিরিরাজের প্রবেশ)

গি। এ আবার কি?

ব। (রোদনস্বরে) মহারাজ! সর্পাঘাত হয়েছে; ঐ দেখুন, ঐ খানে ফেলে দিয়েছি—

গি। সে কি? (বসন্তকের গাত্র স্পর্শ করিয়া) কৈ? আঘাতের চিহ্ন ত কিছুই নাই? দেখি (নিকটস্থ বন হইতে মালা তুলিয়া লইয়া) কি আপদ! এ যে পারিজাতের মালা!

ব। (সোল্লাসে উঠিয়া) অ্যাঁ—সাপ নয়?—আঘাত

করে নি? আ! মহারাজ! বাঁচলাম্। তবে তামাসা করেছে; (ব্যস্তভাবে) আবাগী গেল কোথায়?

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

গি। বসন্তক, স্থির হও—কে তামাসা করেছে? ও! জয়া ঐ মালা গেঁথে হাতে করে ছিল। সেই বোধ হয় তামাসা করেছে, আর উত্তরীয় বস্ত্র খানিও নিয়ে গেছে; (ঈষৎ হাসিয়া) বসন্তক যে বলেছিল "এবার কৈলাসে গেলে উত্তরীয় বস্ত্র খানি পর্য্যন্ত রেখে আসতে হবে"—তা দেখ্‌ছি ফলেও তাই ঘটেছে। (চিন্তা) যাই; এখনই যাত্রা কর্ত্তে হবে।

[প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শয়নাগারের সম্মুখস্থ দালানে মেনকা নিদ্রিতা
পার্শ্বে কমলা আসীনা।

ক। (রাজ্ঞীকে ব্যজন করিতে করিতে) অনেক দিনের পর মহিষী আজ্ একটু নিদ্রা যাচ্চেন্; মহারাজ যে দিন হতে গেছেন, সেই দিন হতে আরও অস্থির হয়েছেন্, আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবা রাত্রি কেঁদে কেঁদে চক্ষে আর দেখ্তে পান না। হায়! তেমন যে শরীর, একেবারে অস্থি সার হয়েছে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈ। রাণী আজ কেমন আছেন?

ক। মহিষীর জীবন সংশয় হয়েছে, আহা! সন্তানের যে কি জ্বালা সন্তান যার হয়েছে সেই বুঝ্তে পারে। এত করে বুঝালাম, তা কেবল বলেন, "কমলে! প্রাণ যে কেঁদে উঠে।" (দীর্ঘনিশ্বাস ও চিন্তা) মহারাজের এত বিলম্ব হচ্চে কেন? তিন দিনের মধ্যে উমাকে নিয়ে আস্বেন, বলে গেছেন; কিন্তু এখনও এলেন না।

সৈ। তাইত আমাদের ইনিও ত গেছেন; হয় ত পথের মধ্যে কোন বিপদ হয়েছে, তাই বা কে জানে ?

মে। (স্বপ্নাবেগে) কি কল্লেন মহারাজ !

ক। হায় ! রাণী দেখ্‌ছি উন্মাদিনী হ'লেন—

মে। (স্বপ্নাবেগে) না মা ! তা হবে না এবার আর ছেড়ে দিব না।

ক। মহিষীর যদিও একটু নিদ্রা হল, তা পোড়া দুঃস্বপ্ন কেবলই পীড়ন কচ্চে; এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুস্থির হতে পাচ্চেন্ না; আহা ! একবার মহা-রাজের বিলম্ব হয়েছে বলে প্রলাপের মত তির-স্কার কচ্চেন; আবার বোধ হয়, স্বপ্নে উমার সঙ্গে কথা কচ্চেন, (চিন্তা) রাণীর যে রূপ অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে বিষম অমঙ্গলের সম্ভাবনা—

সৈ। ও মা ! বল কি কমলা ? না—না; মহারাজ উমাকে নিয়ে এলেই সব ভাল হবে আমি ছাদের উপর গিয়ে দেখি।

[প্রস্থান]

ক। (স্বগত) রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হবার পূর্ব্বে যদি মহা-রাজ উমাকে নিয়ে আসেন, তা হলেই সকল দিক্ রক্ষা হয়; কিন্তু এবার উঠে যদি মেয়েকে

না দেখ্‌তে পান, তা হলে আর কিছুতেই বাঁচ-
বেন না ; হে মা যোগমায়া দেবি ! তোমার কাছে
মহিষী অনেক—

(দ্রুতপদে সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈ। মহারাজ উমাকে নিয়ে আস্‌ছেন ; কমলে ! তুমি
রাণীকে জাগিয়ে দাও। আমি আবার ভাল করে
দেখিগে।

[প্রস্থান]

মে। (সোল্লাসে উঠিয়া বসিয়া সাশ্রুনয়নে) কৈ ?
উমা কৈ ? আমার প্রাণের উমা কোথায় ? তোরা
কি আমার সঙ্গে তামাসা কচ্চিস্‌ ?

ক। না মা ! আমরা কি আপনাকে তামাসা কর্ত্তে
পারি ? সৈরিন্ধ্রী ঠাক্‌রুণ এই কতকক্ষণ ছাদের
উপর গিয়ে দূর হতে তাঁদের আস্‌তে দেখে
আমাকে বলে গেলেন এখনও একটু বিলম্ব
আছে। (রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) আপনি স্থির
হন্‌ ; এখনই তাঁরা আসবেন।

মে। না কমলে ! আর আমি স্থির হতে পাচ্চি না।—
প্রাণের ভিতর যে কি হচ্চে, তা আর বল্‌তে
পারিনে তুই আমাকে ছেড়ে দে—আর আমার

কোন অসুখ নাই—আমি একবার এগিয়ে গিয়ে উমাকে কোলে করে নিয়ে আসি।

ক। না মা! আপনি স্থির হয়ে বসুন, আমি বরং তাঁদের সঙ্গে করে আনি। (উত্থান ও সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) এই যে তাঁরা এসেছেন।

(উমা, জয়া ও বিজয়ার এক দিক দিয়া প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া সৈবিন্ধ্রীর প্রবেশ। উমা, জয়া ও বিজয়ার রাজ্ঞীকে প্রণাম।)

মে। (সাশ্রুনয়নে উমাকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন) হ্যাঁ মা! দুঃখিনী মাকে কেমন করে ভুলে ছিলি মা?

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

এলি মা! প্রাণের গৌরী!
আয় মা! আয় কোলে করি।
ডাক্ মা! এক্‌বার "মা" বলে, ওমা উমা শঙ্করী!
সে হেন মুখকমল, কি তাপে মলিন হল,
কৈলাসে ছিলি ত ভাল, তাই তোরে জিজ্ঞাসা করি।
বিজয়া! কর ব্যজন, শুকায়েছে চন্দ্রানন,
যাও যাও জয়া আন, সুশীতল বারি—
ক্ষুধাতে কাতরা গৌরী, আর না দেখিতে পারি,
কোথা হে নিদয় গিরি! ডাক্ গো তোরা ত্বরা করি।

কেন মা ! কস্‌নে গো কথা ? মার্‌ প্রাণে দিস্‌নি মা ! ব্যথা,
মার উপর করে কে কোথা ? এত অভিমান——
কেমন নিদয়া মেয়ে, কেমন কঠিন হিয়ে,
দেখ্‌ দেখি মা ! এক্‌বার চেয়ে, কি হয়েছে গিরিপুরী।
পিতা তোর, পাষাণ গিরি, আমিও পাষাণী নারী,
নইলে কি বাঁচিতে পারি, ছেড়ে তোমা ধনে ?——
কত যে বলেছি তারে, কাকুতি মিনতি করে,
আজ সে দুঃখ গেল দূরে, আয়্‌ মা ! তোরে বুকে ধরি।
বল্‌ দেখি মা ! কেমন্‌ করে, অনা'সে ছেড়ে মায়েরে,
ছিলি মা ! কৈলাসপুরে, ওগো হর রাণি ? ——
বল্‌ দেখি গো সত্য করে, আর্‌ ত যাবিনি ফিরে,
যাস্‌ যদি এ অভাগীরে, নিয়ে চল্‌ সঙ্গে করি॥

উ। (রাজ্ঞীর চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে) মা ! স্থির হন্‌, আপনাকে কি আমি ভুলে থাক্‌তে পারি ? পিতার কৈলাসে যেতে বিলম্ব হয়েছিল বলে যে কি অস্থির হয়েছিলাম, তা জয়া আর বিজয়াই জানে। এখন স্থির হন্‌, আপনার এ শরীরে এত কষ্ট সহ্য হবে না।

মে। না বাছা ! আজ তোর্‌ মুখ দেখে, তোরে কোলে ধরে, আমি সকল কষ্ট ভুলে গেছি—

ক। মা ! আর কাঁদবেন্‌ না ; আজ তিন দিন ত আহার

নিদ্রা ত্যাগ্ করেছেন। এখন চলুন, স্নান করে কিছু আহার কর্ব্বেন।

মে। কমলে! এর চেয়ে কি আমার স্নানাহারে অধিক তৃপ্তি হবে? তবে যে কাঁদি, এ আমার আহ্লাদের কাঁদা; আজ চক্ষের জলেই আমার স্নান, আর উমার মধুমাখা কথা গুলিই আমার অমৃত আহার। (উমার চিবুক ধরিয়া) দেখ্ দেখি কমলে! এ চাঁদ মুখ মনে হলে কি প্রাণে কিছু থাকে? তা তুই বাছা! এখন যা;—জয়া, বিজয়া আর আর যে যে উমার সঙ্গে এসেছে, সকলকে খাবার দিগে যা। আমি উমাকে নিয়ে যাচ্চি।

ক। হ্যাঁ মা! যাই।

[জয়া ও বিজয়াকে লইয়া কমলার প্রস্থান।]

মে। চল বাছা! আমরাও যাই (সৈরিন্ধ্রীর দিকে চাহিয়া) সৈরিন্ধ্রি! তুমি এখন যেওনা দিদি! আজ আমি হারা চক্ষু ফিরে পেয়েছি, উমাকে পেয়ে আমার কিছু মনে নাই; তুমি আগে দেবীর মন্দিরে পূজার উদ্যোগ্ করে দাওগে, আমি স্নান করেই যাচ্চি।

(উমা ও মেনকার প্রস্থান)

সৈ। (স্বগত) রাণী এত দিন শোকে বিহ্বলা হয়েছিলেন, আজ্ উমাকে পেয়ে একবারে আহ্লাদে উন্মাদিনীর মত হয়েছেন। আহা! সন্তান সামগ্রীই এম্‌নি বটে। যাই হোক্, আজ আমাদের আমোদের দিন; গিরিপুর উৎসবে পরিপূর্ণ হয়েছে। তা আমোদ করি কার্ সঙ্গে? (চিন্তা) ছাদের উপর থেকে যে রকম মুখ ভার দেখেছি, তাতে ভাল লক্ষণ বোধ হয় না; পাথর বোধ হয় আনেন্ নাই; তা যদি না এনে থাকেন, তা হলে তিনি আছেন্ আর আমি আছি। যাই এখন শীঘ্র পূজার উদ্যোগ করে দিই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সৈরিন্ধ্রীর শয়নাগার।

জয়া ও সৈরিন্ধ্রী উপবিষ্ট।

জ। না দিদি! ওগুলি তোমারই কাছে থাক্; কিন্তু দেখ দিদি! যা বলেছ, তা কর্ত্তেই হবে।

সৈ। তার অন্যথা কিছুতেই হবে না। (রোদনস্বরে) বলিস্ কি জয়া? আমার কান্না পায় যে, এত

করে মরি কার্ জন্যে রে ? আর্ আমাকে কি না "মহামায়া" বলেছে ? (রোষভরে) উঃ ! কি বল্‌ব, এখন এখানে নাই ; থাক্‌লে এর্ উচিত মত প্রতিশোধ দিতাম।

জ। ঠাকুরদাদার আস্‌বার সময় হয়েছে। আমি এই সময় পাশের ঘরে যাই।

[জয়ার প্রস্থান ও অন্তরালে অবস্থিতি]

সৈ। (স্বগত) জয়া যে কথা বল্লে, বিশ্বাস হচ্চে, আবার হচ্চেও না ; না—তাই যদি হবে আমাকে যদি ভালই না বাস্‌বে—তা হলে এত কষ্ট করে পাথরগুলি আন্‌বে কেন ? (চিন্তা) তা জয়াই বা মিথ্যা কথা বল্‌বে কেন ? হয় ত আমার প্রতি আর অনুরাগ নাই। (নিজ অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে চাহিয়া) আমি কি এমনই কদাকার ? তা তিনিই কোন্ কন্দর্প ? (নেপথ্যে পদশব্দ) এ কার্ পদশব্দ ?(দূরে বসন্তককে দেখিয়া) এই যে আমার রসিক চূড়ামণি ; আজ্ ভাল করে প্রণয় পরীক্ষা কর্ত্তে হবে।

[সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন]

(বসন্তকের প্রবেশ)

ব। (স্বগত) একি ! ব্রাহ্মণী কি নিদ্রা যাচ্চেন ? (হস্ত বাড়াইয়া মুখের আবরণ উন্মোচনের উদ্যোগ ও সৈরিন্ধ্রী কর্ত্তৃক হস্ত দূরে নিক্ষেপ) ও বাবা ! এ ত নিদ্রা নয়, এ যে দারুণ মানের লক্ষণ দেখ্‌ছি। জয়ী সর্ব্বনাশীই আমার মাথা খেয়েছে, এখন উপায় ? যাঃ ! মনে করে এলাম যে প্রেয়সীর কাছে গিয়ে তুদণ্ড পর্ব্বতারোহণের গল্প করে আমোদ কর্‌ব ; তা এ যে হুতাশন দেখ্‌ছি, নিকটে যেতেই ভয় হচ্চে ; না গেলেও নয় ; বিদেশ থেকে এসেছি কি না — যতক্ষণ না বিধু মুখখানি দেখ্‌ছি, ততক্ষণ প্রাণটী আর সুস্থির হচ্চে না (চিন্তা) যাই হোক্, হাল ছাড়া হবে না ; পৈতৃক প্রথা অবলম্বন করে দেখি। (প্রকাশে) প্রিয়ে ! আমি তোমার ক্রীতদাস ,আমার উপর কি তোমার রাগ করা উচিত ? উঠ [হস্তধারণের উদ্যোগ ও পুনরায় সৈরিন্ধ্রী কর্ত্তৃক হস্ত দূরে নিক্ষেপ] আমি কি অপরাধ করেছি ? আমি যে তোমাকে কত ভাল বাসি, আমি যে তোমার চিরকাল অনুগত, তা কি তুমি জান না ? জয়ী

তোমাকে তামাসা করে বলেছে, আমি কি সে কথা মুখে আন্‌তে পারি? [কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ] না—এখন হাত ছেড়ে পায়ের দিকে যাই। পদদ্বয় (ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! হনূমান যেমন সীতাকে বুক্ চিরে রামনাম দেখিয়েছিল, আমিও তেম্‌নি দেখাতে পারি, যে তোমার কোমল নামটী হৃদয়ে অঙ্কিত রয়েছে।

রাগিণী জঙ্গলা, তাল পোস্ত।

প্রিয়ে! কি জন্যে হেরিলো তব বিধু মুখের ভাবান্তর?
এ অধীন জনে কেন আর্ জ্বালা দেওরে নিরন্তর্?
ধরি তোমার্ কমল পদে, বুদ্ধি হত আজ বিপদে,
সই কত পদে পদে, হব একবারে দেশান্তর্।
হনূ যেমন্ হৃদয় ধামে; ধরেছিল রাঘব্ নামে,
তেম্‌নি ভক্ত তোমার্ প্রেমে, দেখ বুক্ চিরে দেখাই অন্তর্॥

(সৈরিন্ধ্রীর রোদন) অহো! ব্রাহ্মণি! রোদন কচ্চ? আমি যে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌ছি। (পদ-দ্বয় ধারণ করিয়া রোদন) প্রিয়ে! একবার উঠ—তোমার বসন্তক কেঁদে অস্থির হল—আর যদি না উঠ, তবে একটী লাথি মেরে আমাকে মেরে ফ্যাল।

(জয়ার প্রবেশ)

জ। ছি! ছি!! ছি!!! ওমা! আমি যাব কোথা? (উচ্চ হাস্য) ঠাকুরদাদা আপনার এই বয়সে এই কাজ! ও মা!—আবার কাঁদ্‌চ্ছেন্! (উচ্চ হাস্য ও বসন্তকের চক্ষের জল মার্জ্জন)।

ব। (জয়ার হস্ত নিক্ষেপ করিয়া) আর্ তোর আদরে কাজ নাই; তুই ত এর মূল—

সৈ। (উঠিয়া বসিয়া রোদনস্বরে) আমার পোড়া কপাল, তাই তোমার হাতে পড়েছিলাম। এত লাঞ্ছনা সয়ে কি মানুষ থাক্‌তে পারে? আমি তোমার কি করেছি? আমি কি মায়া দেখিয়েছি—যে তুমি আমাকে "মহামায়া" বল? (রোদন)।

ব। জয়ি! এখনই ব্রহ্মহত্যা হব; পাথর দে বল্‌ছি।

জ। আমি পাথর দিদিকে অনেকক্ষণ দিয়েছি।

সৈ। (পাথরগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া) আমি তোমার পাথর চাই না; আমার কিসের সংসার রে? এই ন্যাও তোমার পাথর—এই ন্যাও তোমার সংসার; আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাক্‌ব না, এখনই বাপের বাড়ী যাব।

[রোষভরে দ্রুতবেগে প্রস্থান]

ব। সর্ব্বনাশ হল। (উচ্চৈস্বরে) ব্রাহ্মণি! দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমিও যাব—চল দুজনেই সেখানে থাক্‌ব —

[অঙ্গভঙ্গীর সহিত প্রস্থান]

জ। যাই—আমিও যাই—বিজয়ার কাছে বলিগে। কমলাও একবার ডাক্‌তে এসেছিল, আর বিলম্ব কর্‌ব না।

[প্রস্থান]

(হাঁফাইতে হাঁফাইতে বসন্তকের পুনঃ প্রবেশ)

ব। আঃ! বাঁচলাম—ভাগ্যক্রমে কমলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তাই ঘর সংসার বজায় হল। ব্রাহ্মণী রাজ-বাটীতে গিয়ে সব ভুলে যাবেন। (উপবেশন) উঃ! এ বয়সে এ যন্ত্রণাভোগ কি সয়! প্রেয়সী যদি রূপসী হতেন, তা হলে আমার একটী প্রাণ—কোন কালে ঠিক হত। (চিন্তা) লোকে কত দায়ে পড়ে, কিন্তু এ দায়ের কাছে কোন দায়ই নয়—; যেমন পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়, তেমনি স্ত্রীদায়; এ বিষম দায়ে যে পড়েছে, সেই বুঝ্‌তে পারে।—যাক্‌—গৃহিণী ত রাজবাটীতে গেলেন; আমিও যাই—

[প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গিরিপুর। যোগমায়াদেবীর মন্দিরের সম্মুখস্থ দালান।

মেনকা ও কমলা আসীনা।

মে। দেখ কমলে! উমাকে পেয়ে অবধি আমার আর কিছুই মনে নাই; কদিন তোরা খেয়েছিস কি না, তাও দেখ্‌তে পারি নাই। তা তোরা বাছা! কিছু মনে করিস্‌নে।

ক। না মা! মনে আবার কি কর্‌ব? আপনার সুখেই আমাদের সুখ; আপনি উমাকে গর্ব্ভে ধরেছেন, উমার আগমনে আপনার ত আহ্লাদ হবেই॥ আমার যে শোক হৃদে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে—উমার মুখ দেখে এ তিন দিন আমি তাই ভুলে গেছি—

মে। (চমকিত ভাবে) কি বল্‌লি কমলে! উমা আমার কি তিন দিন হল এসেছেন? আজ্‌ কি নবমী?

ক। হ্যাঁ মা! আজ্‌ নবমী।

মে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কমলে! দেখ্‌ দেখি, রাত বুঝি শেষ হল।

ক। না মা! এখনও শেষ হয় নাই; বোধ হয়, দুই প্রহর অতীত হয়েছে। আপনি উতলা হবেন না।

মে। (সরোদনে) হায়! কাল কি গিরিপুর অন্ধকার হবে? কাল কি আমি উমা-হারা হব? হায়! মেনকার এক বৎসরের সাধ কি তিন দিনে ফুরাল?

ক। মা! স্থির হন্—আপনি অত কাতরা হচ্চেন কেন? এখনও সময় আছে; আপনি জামাতাকে অনুরোধ ক্‌র্‌লে আরও কিছু দিন রাখ্‌তে পারেন। ভাবী অমঙ্গলের জন্য মনকে কষ্ট দেবন্ না—

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

এখন সময় আছে বল ভাবনা কি ভূধরমহিষী।
ভাবী বিরহ কেন মনে কর গো দিবানিশি।
কোলে পেয়েছ মেয়ে, কতই যাতনা সহিয়ে,
যাবেন্ কি ছেড়ে মায়ে প্রাণ্ উমা শশি।
ব'ল শঙ্কর হবে, মিনতি করিয়ে কাতরে,
যাবেন্ রেখে গৌরিরে, সে শ্মশান্‌বাসী॥

মে। না কমলে, শঙ্কর তা কিছুতেই শুন্‌বেন না; রাত্রি প্রভাত হলেই এসে নিয়ে যাবেন; মহারাজ ত অনুরোধ করবেনই না; তিনি তিন দিনের মত সত্য করে এসেছেন। আর আমারও কথা বিফল হবে।

ক। আপনি বুঝিয়ে বল্লে কি করেন, বলা যায় না, অনিশ্চিত বিষয়ে আপনার কি এত কাতর হওয়া উচিত ?

মে। (রোদন সম্বরণ করিয়া) মনকে এত প্রবোধ দিতে চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই আর প্রবোধ মানে না। একবার ভাবছি যে, উমার আমার কৈলাসেই ঘর সংসার ; কৈলাসে যাবেন, এত আহ্লাদের বিষয় ; কিন্তু মার প্রাণ কি তা শুনে কমলা ?

ব। না হয় উমাই অনুরোধ কর্‌বেন। আপনি ব্যাকুলা হলে কি উমা ছেড়ে যেতে পারবেন ? আর তিনি অনুরোধ কর্‌লে শিবও সম্মতি দিবেন।

মে। সে আশা সফল হবে না ; উমাও প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ তিনি কখনই কর্ব্বেন না ; বিশেষ শঙ্কর যাতে অসন্তুষ্ট হবেন, এমন কার্য্য কি—এমন কথাও মুখে আন্‌বেন না। (চিন্তা)কমলে ! উমা আমার কি নিদ্রিত আছেন ?

ক। তিনি পুরবাসিনীদের সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন—দেখে এসেছি।

মে! তুই এক্‌বার আমার কাছে উমাকে ডেকে নিয়ে

আয়—যতক্ষণ থাকবেন্, আমার কোল ছাড়া হতে দিব না—

ক। যে আজ্ঞা, আমি ডেকে আন্‌ছি।

(কমলার প্রস্থান)

মে। (স্বগত) উমাকে কোলে বসাব,—বাছা আমাকে "মা" বলে ডাক্‌বে, শুন্‌ব—মনের দুঃখ বাছার কাছে বল্‌ব, মনে মনে কত সাধ—কতই আশা করেছিলাম ; কিন্তু সে আশা দেখ্‌ছি একেবারে ফুরাল। হায়! আহ্লাদের দিন কি কখন স্থায়ী হয় না? উমা যে আমার তিন দিন এসেছেন, এ আমার কিছুই জ্ঞান নাই। (রোদন) আজ্ নিশি প্রভাত হলে যে কি হবে, তা ভাব্‌লে বুক্ ফেটে যায়। গিরিপুরে আমাকে আরও ত অনেকে "মা" বলে ; কিন্তু উমার মত মধুমাখা "মা" আর কেহই বলে না। মেয়েও ত আর অনেকের আছে ; কিন্তু সকলেই কি আমার মত অস্থির হয়? (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ ও চিন্তা) কমলা যা বল্লে, তাই কর্ব্ব ; আমার কাছে উমাকে আরও কিছুদিন রাখ্‌তে শিবকে অনুরোধ কর্ব্ব ; তা যদি না শুনেন, তা হলে আমিও এবার

উমার সঙ্গে কৈলাসে যাব; মহারাজ নিষেধ করলে্ও তা শুন্‌ব না—

রাগিণী পবজ। তাল একতালা।

প্রভাত হইলে নিশি হারা হব উমাধন।
এ কথা ভাবিলে পরে ধৈরয কি মানে মন?
ভাবিলে বুক ফাটে যাহা, মা হয়ে কেমনে তাহা
নিরখিব, দিব আহা! প্রাণধন বিসর্জ্জন।
কাল্‌ কি কালদশমী, কেমনে বাঁচিব আমি,
আসিলে কৈলাসস্বামী, নিতে গিরিজায়—
বুঝাইব সে মহেশে, নতুবা যাইব শেষে,
থাকিব গিয়ে কৈলাসে, উমা সনে চিরদিন॥

কৈ—কমলা এখনও উমাকে নিয়ে এল না; যাই—দেখি।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর। মেনকার শয়নাগার।

মেনকার অঙ্কে উমা আসীনা; বামপার্শ্বে ব্যজনকারিণী কমলা; দক্ষিণ পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া উপবিষ্টা।

ক। মা! আর রোদন কর্ব্বেন না—

বি। কেন দিদি মা? আপনি উতলা হচ্চেন কেন?

গত বৎসরের কথা ত কাল বলে বোধ হচ্চে—মা কৈলাসে গিয়াছিলেন—এই ত এসেছেন—আবার আস্‌বেন—আপনি স্থির হন।

মে। (সকাতরে) ওগো! তোরা আমাকে স্থির হতে বলিস্ কেমন্ করে? আজ্ যে দশমী—আজ যে আমি উমা হারা হব— আজ্ যে গিরিপুরী অন্ধকার হবে। তোরা আমাকে এক বৎসরের কথা বল্‌চিস্? এবার উমার বিরহে আর আমি এক দিনও বাঁচ্‌ব না। (উমার রোদন) উমাও কৈলাসে যাবেন, আর সেই সঙ্গে আমারও প্রাণ বায়ু বাহির হবে।

জ। দেখুন দেখি দিদিমা! ভগবতীও রোদন কচ্চেন্—আপনি স্থির হন।

মে। ওগো! আমি যে কোনমতে স্থির হতে পাচ্চিনে—ওগো! আমি যে এক দিনও বাছাকে ভাল করে খাওয়াতে পারিনে—ভাল করে দুদণ্ড দেখতেও পাইনে। আজ সেই উমা আমাকে ছেড়ে যাবে, এতে কি আমি স্থির হতে পারি? হায়! আমি রাজমহিষী না হয়ে যদি পথের কাঙ্গালিনী হতাম, আর উমাকে আমার চক্ষের

আড় কত্তে না হত, তা হলে আমি সুখী হতাম।
(রোদন)

উ। মা! আপনি কাতরা হবেন না; পিত্রালয়ে থাক্‌ব, আপনার সেবা কর্ব্ব, আপনাকে "মা" বলে ডাক্‌ব, এতে কি আমার অসাধ? তবে কি কর্‌ব? আমি পরাধিনী। যদি কৈলাসে না যাই, তা হলে প্রতিজ্ঞা পালন হবে না, আর শঙ্করও রুষ্ট হবেন। প্রথমটী—সত্যভঙ্গ—পাপ; দ্বিতীয়, স্বামীর অসন্তোষ সম্পাদন—নারীর পক্ষে মহাপাপ। অতএব মা! আপনি স্থির হন; আমি অঙ্গীকার কচ্চি, আবার আমি আস্‌ব।

মে। উমারে! তোর মধুমাখা কথা শুন্‌লে শোক আরও জ্বলে উঠে; সকলই সত্য বটে বাছা! কিন্তু মার প্রাণ কি প্রবোধ বাক্যে শীতল হয় রে উমা? (উমার চিবুক ধরিয়া) আমার কষ্ট দেখে তোর কি দুঃখ হয় না? অভাগিনী মাকে কেমন্ করে ছেড়ে যাবি মা?

উ। আপনার ব্যাকুলতা দেখে যে আমার প্রাণের ভিতর কি হচ্চে, তা বল্‌তে পারিনে; কিন্তু মা! আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, এ বিষয়ে আমি নিরু-

পায়; তবে আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, বৎসরান্তে পুনরায় আসব।

মে। তুই জন্ম জন্ম আসিস্ বাছা! কিন্তু এবার এসে আর আমাকে জীবিত দেখ্‌তে পাবিনে। মৈনাক ত অনেক দিন মায়া কাটিয়েছে; তুইও মায়া কাটালি; আর আমার জীবনেই বা কি সুখ?

ক। মা! আপনাকে আর কত বুঝাব? উমার মুখ দেখেও কি আপনি স্থির হচ্চেন না? আপনি কাঁদ্‌লে যে উমার অমঙ্গল হয়, তা কি আপনি জানেন্ না?

মে। (চমকিত ভাবে) অঁ্যা—উমার অমঙ্গল হয; তবে আর আমি কাঁদ্‌ব না—(রোদন সম্বরণের উপক্রম ও অধিকতর রোদন)

(গিবিবাজেব প্রবেশ)

গি। (স্বগত) মহিষীর যেরূপ অবস্থা দেখ্‌ছি, তাতে এ সংবাদ দিলেই অনর্থ ঘটনার সম্ভাবনা; কিন্তু না বল্লেও নয়। (উমার দিকে চাহিয়া) মা! তোমরা প্রস্তুত হও। বেলা হয়েছে, আর বিলম্ব কর না।

[উমা, জযা ও বিজযাব প্রস্থান]

মে। ও কথা কেন বল্লে মহারাজ! তবে কি শঙ্কর নিতে এসেছেন? তবে কি উমা আমাকে সত্যই ছেড়ে যাবেন?

গি। মহিষি! শান্ত হও—শান্ত হও।

মে। মহারাজ! শঙ্কর কোথায়?

গি। তিনি বহির্বাটীতে অপেক্ষা কচ্চেন।

মে। তবে আমি যাই—একবার তাঁকে বুঝিয়ে বলি—উমাকে আরও দুদিন তাঁকে রাখ্‌তে হবে।

গি। সে কি? মহিষী! তুমি কি উন্মাদিনী হলে? সে রাজসভা—সেখানে কি তোমার যাওয়া উচিত? আর শঙ্করকে সে অনুরোধ কর্‌লেই কি রক্ষা হবে? আমি যখন্ তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছি, তখন্ আজ উমাকে পাঠাতেই হবে।

মে। মহারাজ! এ নিদারুণ কথা মুখে আন্‌লে কেমন করে?

গি। মহিষি! স্থির হও; তোমার নারী-বুদ্ধি,—তুমি কি বুঝ্‌বে? ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ আমি কখনই কর্ব্ব না।

মে। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম তোমাতেই থাক্। স্ত্রী-হত্যা যদি তোমার ধর্ম্ম হয়, তা হলে আমায় শঙ্করকে অনুরোধ কত্তে নিষেধ কর। আমি নিশ্চয়

বল্‌ছি, আমার সোণার উমাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌ব না।—

রাগিণী পরজ। তাল কাওয়ালি।

কি হল, কি করিলি হা বিধি!
কেমনে বাঁচি প্রাণে, ত্যজি উমাধনে,
আর না সহিতে পারি এ যাতনা নিরবধি।
নিদয় পাষাণ! কর রাবণ, নারীবধ করা বুঝি তব বিধি।
বৎসরের সাধ, একি বিষাদ, ফুরাল তিন্ দিনে আজি গেল উমানিধি।

গি। (কমলার দিকে চাহিয়া) কমলে! তুমি রাজ্ঞীকে সান্ত্বনা কর,—আমার চেষ্টা বিফল হল।

মে। আমাকে সান্ত্বনা আর কি কর্ব্বে মহারাজ! আমাকে যদি শিবকে অনুরোধ কত্তে না দেও, তবে আমি উমার সঙ্গে কৈলাসে যাব। কৈলাসেই বাস করব, উমাশূন্য গিরিভবনে কখনই থাক্‌তে পার্ব্ব না।

গি। আমি হতাশ হলাম;—তাও কি কখন হয়?

(উমা, জয়া ও বিজয়ার পুনঃ প্রবেশ)

(স্বগত) যথার্থ কথা বল্‌তে কি, উমার মুখ দেখ্‌লে রাজ্ঞী ত কাতরা হবেনই;—আমি যে অচল পাষাণ,—আমারও হৃদয় আকুল হয়।

(উমার দিকে চাহিয়া প্রকাশে) বাছা ! তোমরা আর অধিক বিলম্ব কর না। শঙ্কর অনেকক্ষণ অপেক্ষা কচ্চেন।

[প্রস্থান]

উ। মা ! তবে আমাকে বিদায় দিন —

মে। উমারে ! ও কথা একবার বল্লি, আর বলিস্‌নে ; বিদায়ের কথা শুন্‌লে যে বুক ফেটে যায় রে ! তুই যে আমার অন্ধের যষ্ঠি—তুই যে আমার বৃদ্ধ বয়সের সার ধন—তুই যে আমার নয়নতারা—ওমা ! তোকে কি বিদায় দিতে পারি রে উমা ? উমা ! আয়, বাছা ! এক্‌বার আমার কোলে আয়্‌। (মেনকার অঙ্কে উমার উপবেশন) এক্‌বার জন্মের মত তোর চাঁদ মুখ খানি দেখি— দুঃখিনী মাকে একবার শেষ "মা" বলে ডাক্‌— তা হলেই আমার ইহ জন্মের সাধ ফুরাল।

উ। মা ! স্থির হন্‌—পিতা বিলম্ব কত্তে মানা করে গেলেন,—আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়— শঙ্কর রুষ্ট হবেন।

মে। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল বাছা ! তোর সঙ্গে বহির্বাটী পর্য্যন্ত যাই, তার পর আমাকে মহারাজ যদি না

যেতে দেন, আমার অদৃষ্টে যা আছে, হবে; যতক্ষণ তোকে দেখ্‌তে পাই, যতক্ষণ তুই আমার কাছে থাকিস্, যতক্ষণ তোর অমিয় কথা গুলি শুনি, ততক্ষণই ভাল।

[সকলের প্রস্থান]

(নেপথ্যে পুরবাসিগণের গীত)

রাগিণী আলাইয়া। তাল একতালা।

একি হল, প্রাণ আকুল, শোক বাড়িল, চলিল উমাধন হায়!
কি সুখ জীবনে, চল উমাসনে, শূন্য পুরে থাকা দায়্।
কেন মা! ভাসায়ে সুখের সাগরে, ডুবালে গো অন্ধকারে,
আমরা এখন, যত পুরজন, এ দুঃখ কহিব কায়্?
তব আগমনে, দেখ মা! তিন্ দিনে, উল্লাসিত জীবগণে—
সে সুখের দিন, আজি অবসান, করিলে গো মা! কেমনে—
থেক না গো ভুলে, মায়া ত কাটালে, অনা'সে চাহিলে বিদায়্।
"স্নেহের পুতলি, কোথা গেল চলি" বলি কাঁদে রাণী অনিবার্—
"মেনকা-জীবন" সর্ব্বস্ব রতন, পুনঃ কি দেখিব আবার্—
থাক গো কৈলাসে, বৎসরের শেষে, এস মা! ভবানি, পুনরায়্।।

সমাপ্ত।